CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 May 2019 ■ আগরতলা, ২০ মে, ২০১৯ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপির জয়জয়কার

যুদ্ধ শেষ, এবার হিসাব নিকাশের পালা

নয়া দিল্লী, ১৯ মে।। ভোট যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার হিসাব নিকাশের পালা। এনডিএর প্রত্যাবর্তন না পরিবর্তন। জোর আলোচনা চলছিল দফায় দফায় নির্বাচনগুলির পর পরই। এই জল্পনার মধ্যেই বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে এনডিএর।

ফের দিল্লির মসনদে নরেন্দ্র মোদী। বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছে এনডিএ। শেষ দফা নির্বাচন শেষে বুথফেরত সমীক্ষায় তেমনটাই ইঙ্গিত। বিজেপি ও জোট শরিক মিলিয়ে ৩০০-র কাছাকাছি আসন পেয়ে ফের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। ইউপিএ জোটকে এ বারও বসতে হচ্ছে বিরোধীদের চেয়ারেই।অন্য দিকে ফেডারেল ফ্রন্টের জল্পনাও যে সুদুর অতীত, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এবং সমীক্ষক সংস্থাগুলির করা বুথফেরত সমীক্ষা। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপির ব্যাপক উত্থানের সম্ভাবনা সব সমীক্ষাতেই। তবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, এই সব বুথফেরত সমীক্ষা পুরোটাই গসিপ। চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে ২৩ মে বৃহস্পতিবার। ম্যাজিক ফিগার ২৭২।

বুথফেরত সমীক্ষা ধ্রুব সত্য তো নয়ই, সব সময় মিলে যায় এমনও বলা যায় না। এমনকি, অনেক সময় সমীক্ষার ফলাফলের ধারেকাছেও যায় না ভোটগণনার ফল। তবে একই সঙ্গে সমীক্ষা এবং ফলাফল প্রায় মিলে যাওয়ার নজিরও রয়েছে বহু বার। ফলাফল যাই হোক, নির্বাচনী ফলাফলের প্রবণতা বোঝার ক্ষেত্রে বুথফেরত সমীক্ষা রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের কাছে অন্যতম হাতিয়ার।

নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধ অনুযায়ী শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা যায় না। ফলে রবিবার বেলা গড়াতেই বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। আর ভোটগ্রহণ শেষ হতেই টিভিতে চোখ রেখেছে গোটা দেশ। সেখানে অধিকাংশ সমীক্ষাতেই ফের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লির মসনদে বসতে চলেছে বিজেপি।অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষাই বলছে, ৩০০-র কাছাকাছি আসন পেতে পারে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট। টুডেজ চাণক্য, রিপাবলিক টিভি-সিভোটার, এবিপি-নিয়েলসন, টাইমস নাও ভিএমআর, নিউজ নেশন, নিউজ ১৮-আইপিএসওএস এর মধ্যে এনডিএ-কে সবচেয়ে বেশি ৩৫০টি আসন দিয়েছে টুডেজ চাণক্য। যদিও ১৪টি কমবেশি হতে পারে। তার পরই রয়েছে নিউজ-১৮ ৩৩৬টি আসন। উল্টো দিকে এবিপি-নিয়েলসন দিয়েছে সবচেয়ে কম আসন ২৬৭। তার পরই নিউজ নেশন ২৮৯ থেকে ২৯০টি আসন।

২০১৪ সালের চেয়ে কিছুটা ভাল ফল হলেও ক্ষমতার ধারেকাছে আসতে পারছে না কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ জোট, ইঙ্গিত অধিকাংশ সমীক্ষায়। টাইমস নাও-ভিএমআরের সমীক্ষা ইউপিএ জোটকে দিয়েছে সবচেয়ে বেশি আসন (১৩২)। সবচেয়ে কম টুডেজ চাণক্যর সমীক্ষায়, ৯৫টি (কমবেশি ৯) আসন। বাকি এবিপি-নিয়েলসন-এর মতে ১২৭ এবং রিপাবলিক-সিভোটারের সমীক্ষায় ইউপিএ জোটের ঝুলিতে যেতে পারে ১২৮টি আসন।

উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী-অখিলেশ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, অন্ধ্রপ্রদেশে টিডিপি, দিল্লিতে আপের মতো দলগুলি জোট বেঁধে ফেডারেল ফ্রন্টের জল্পনা তৈরি করেছিল। কিন্তু ভোট পরবর্তী বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলিতে এই জোটের পক্ষেও সরকার গঠনের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়। সমীক্ষাগুলিতে অন্যান্য দলের প্রাপ্ত আসনের সম্ভাব্য সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই অংশের মধ্যেই রয়েছে এই জোটের অধিকাংশ দলের প্রাপ্ত আসন। এই দলগুলির প্রাপ্ত সংখ্যা ১৫০তেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটি বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও প্রতারণার মামলা যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্যের শাসক জোট শরিক আইপিএফটি-র বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও প্রতারণার অভিযোগ এনে মামলা করেছেন এক যুবতী। তাঁর বিরুদ্ধে মান্দাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬ এবং ৪১৭ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ধনঞ্জয় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে।

পশ্চিম জেলার জিরানিয়া মহকুমার মান্দাই এলাকার এক যুবতীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১৪ সাল থেকে তাঁকে ধর্ষণ করে আসছেন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তারই ফায়দা নিয়েছেন ধনঞ্জয়, অভিযোগ যুবতীর। তাঁর অভিযোগ, এখন ধনঞ্জয় তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন। এই অভিযোগ তুলে যুবতীটি আজ তাঁর বাড়ির পার্শবর্তী মান্দাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদার থানায় অভিযোগ দায়েরের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও প্রতারণার মামলা দায়ের হয়েছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬/৪১৭ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মবিলে ব্রাউনসুগার সহ তিন যুবককে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ মে।। আবারও ধরা পড়ল ব্রাউন সুগার পাচারকারী। ঘটনা খোয়াইয়ের পদ্মবীল এলাকার জমাদারবাড়ীতে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল এগারটা নাগাদ রাস্তার পাশে এক ঝোপের মধ্যে বসে তিন যুবককে নেশা করতে দেখা যায়। পরবর্তী সময় এলাকাবাসী তাদের আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তিন যুবক জানায় তারা এইসব সামগ্রী জমাদারবাড়ী এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ দেববর্মা ও কৃষ্ণা দেববর্মার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ধরনের নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন যাবৎ হাতকাটায় পরিতোষ দেবের সাথে হাত মলিয়েচালিয়েছে এই বেআইনী নেশা কারবার। যার ফলে সমগ্র জামাদারবাড়ির যুবকরা নেশা করার জন্য মোবাইল বাইক বন্ধক দিয়ে এদের কাছ থেকে ব্রাউন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের একটি বুথে শেষ দফায় ভোট গ্রহণ হয় রবিবার। এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে লাইনে মুসলিম মহিলারা। ছবি পিআইবি।

মেলাঘরে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার মেলাঘরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। রবিবার সকালে মেলাঘরের অন্তর্গত শিবনগর এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয় দুর্গামণ্ডপের সামনে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থানীয় মেলাঘর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে সোনামুড়ার এসডিপিও শৌভিক দে-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়উপুলিশ সূত্রের খবর, মৃত যুবকের নাম শিবনগর এলাকার বাসিন্দা প্রকাশ ঘোষের বছর ৩৫-এর ছেলে শঙ্কর ঘোষউ প্রথামিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছেউ পুলিশ অফিসার শৌভিক দে-র কথায়, মাথায় তাজা রক্ত রয়েছে। তা দেখে পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা মাথায় আঘাত করে শঙ্করকে খুন করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কবি স্বপন সেনগুপ্ত প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজ্যের প্রথিতযশা কবি স্বপন সেনগুপ্ত আজ সকালে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আই জি এম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রয়াত কবির মরদেহ দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে আনা হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর পক্ষে কবির মরদেহে পুপার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা আপন করেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা আশুদেব দাস। প্রয়াত স্বপন সেনগুপ্তের মরদেহে পুপার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিরোধী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে জয় দত্ত হত্যাকান্ডে জড়িত দুই যুবককে জালে তুলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজধানী আগরতলা শহরের নেতাজী চৌমুহনী এলাকার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জয় দত্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত ২ যুবককে শনিবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তারা হল জয়দীপ পাল ও সাগ্নিক রায়। অপর দুই অভিযুক্ত পলাতক। আটক দুইজনকে রবিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ক্লু খোঁজে পেয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। সেই পথ ধরেই তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। উল্লেখ্য গত ২২ মার্চ আচমকা নিখোঁজ হয় নেতাজি চৌমুহনী এলাকার জয় দত্ত নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ২৩মার্চ কলেজ টিলা লেইক থেকে নিখোঁজ পরীক্ষার্থীর পচাগলা মৃত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডে তারই সহপাটীরা জড়িত রয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ তালবাহানা করে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছিল না। শেষ পর্যন্ত নিহত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী জয় দত্তের মা বাবা ও আত্মীয় পরিজনরা সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্ত হয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। তার পরেই নড়ে চড়ে বসে পুলিশ। শনিবার রাতে দুজনকে আটক করার পর এই মামলার আসল রহস্য উদঘাটনের পথ কিছুটা হলেও প্রশস্ত হয়েছে। অপর দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৮মুড়ার পাহাড়ী জনপদে নানাহ রোগের প্রাদুর্ভাব প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মে ।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার অধীন মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বর্তমানের শুখা মরশুমে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের রোগ। প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই বলে অভিযোগ। অন্যদিকে পয়সার অভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না অভিভাবকদের। নেই কোন প্রশাসনিক স্বাস্থ্য শিবির।

এডিসির অঠারমুড়া পাহাড়ের ৪৮ মাইন এলাকায় গুচ্ছগ্রাম, পিজিপি কলোনী রয়েছে। সেখানে শুধু রিয়াং জনজাতিদের বসবাস। পিজিপি দপ্তর থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সহ চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সহকর্মীদের মারে গুরুতর আহত জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। খোদ ব্যাটেলিয়ানের অভ্যন্তরে এবার এক জওয়ানকে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনা চাকমাঘটিস্থিত টিএসআরের ১২ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে। ওই ব্যাটেলিয়ানের ৫জন অফিসার ও জওয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা মিলে ভোজবীর সিং চৌহান নামে একট জওয়ানকে বেধরক মারধর করেছে। জানা গিয়েছে, ১২ মে গভীর রাতে এই ঘটনার পর আহত জওয়ান বিষয়টি বাহিনীর শীর্ষ আধিকারীককে অবহিত করলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই জওয়ানকে জিবি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করানো হয়।

শৈশবেই সেবামূলক মানসিকতায় শিশুদের গড়ে তুলতে হবে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে সকলের বড় হওয়া উচিৎ। কারণ, বড় হওয়ার পর কারোর মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ-কথা বলে ত্রিপুরার রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কির উপদেশ, শিশুদের ভাল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হলে দেশ উপকৃত হবে। রবিবার আগরতলায় রেড ক্রস সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ত্রিপুরার রাজ্যপাল রেড ক্রস সোসাইটিকেও সেবাধর্ম পালনে নমুনা পরিবর্তনের জন্য জোর দিয়েছেন।

এদিন রাজ্যপাল বলেন, রেড ক্রস সোসাইটির ভিত্তি হল সেবা। এই মানসিকতা নিয়েই ভারতে গড়ে উঠেছিল রেড ক্রস সোসাইটি। ফলে, মূল ভিত্তি থেকে সর গেলে চলবে না। তিনি বলেন, সকলের মধ্যেই সেবামূলক মানসিকতা হওয়া উচিৎ। আত্মকেন্দ্রীকতা জাতির ক্ষতি করে। তাই, শিশুদের সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে বড় করা উচিৎ। রাজ্যপালের মতে, একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার মানসিকতায় পরিবর্তন হবে, এমনটা ভাবা উচিৎ নয়। তাঁর কথায়, শৈশবেই ছেলেমেয়েদের সুসংস্কার, ভাল শিক্ষা দেওয়া হলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আসাম ভেঙে বাঙালিদের জন্য আলাদা রাজ্য চাইল জনজাগরণ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। অসমের শিলচরের ৬১-র ভাষা শহিদদের আজ ত্রিপুরায় স্মরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, অসমে বাঙালিরা আজও নির্যাতিত, সে-বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন জনজাগরণ মঞ্চের সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক নকুল দাস। তাঁর কথায়, জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে মেঘালয়, মিজোরাম সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি বাঙালিদের জন্যও আলাদা রাজ্য হওয়া উচিত।

নকুলবাবু বলেন, ১৯৬১ সালের ১৯ মে অসমের শিলচরে বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিলেন ৯ জন এবং পরে মৃত্যু হয়েছিল আরও ২ জনের। আজ তাঁদের ত্রিপুরায় স্মৃতিচারণ করছি আমরা। তাঁর বক্তব্য, অসমে বরাবরই বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আজ যাঁরা অসমিয়া বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদেরও আগে থেকে বাঙালিরা অসমে বসবাস করছেন। তাঁর দাবি, আধুনিক অসমের রূপকার বাঙালি এবং হিন্দি বলয়ের বাসিন্দারা। কারণ, অসমিয়ারা আগে মূলত জুম চাষ করতেন। এই জুম চাষের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন তাঁরা। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২১৬ ◘ ২০ মে ২০১৯ ইং ◘ ৫ জ্যৈষ্ঠ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রিয়াং শরণার্থী সমস্যা

যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসা সমস্যা নিরসন না হইবার ঘটনা নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়া চলিতেছে। মিজোরামের রিয়াং শরণার্থীরা ত্রিপুরার উত্তর জেলার কাঞ্চনপুরে যুগের পর যুগ কাটাইয়া দিতেছেন। এই শরণার্থীদের থাকা খাওয়া সহ অন্যান্য ব্যয় সরকার বহন করিয়া চলিয়াছে। বেশ কয়েকবার অনেক বুঝাইয়া সুজাইয়া মিজোরামে ফিরাইয়া নিবার চেষ্টা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অসফল হইয়াছে। যাহারা নিজ ভূমিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারাও আবার ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে ফিরিয়া আসিবার ঘটনা আছে। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিশেষ সচিব কাঞ্চনপুরে শরণার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আর শরণার্থীদের ত্রিপুরার মাটি আগলাইয়া থাকিতে দিবে না। ঘরের মানুষকে ঘরেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কেন্দ্রের এই ঘোষণা তো নতুন নহে। কেন্দ্রীয় সরকার যতোই প্রয়াস চালু রাখুক না কেন মিজোরাম সরকারের সক্রিয়তার অভাব যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিজোরামে নিরাপত্তার অভাবের কারণে নিজেদের জান মান বাঁচাইতেই ত্রিপুরায় আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। মিজোরামে নিরাপত্তার অভাবে রিয়াংরা প্রতিবেশী রাজ্যে ছুটিয়া যাওয়ার ঘটনা কি বার্তা দিতেছে। মিজোরাম সরকারের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ সম্পর্কে কেন্দ্র কি ব্যবস্থা নিতেছে? ইহা তো মিজোরাম সরকারের পক্ষে চরম লজ্জার ঘটনা। বছরের পর বছর নিজ রাজ্যের অধিবাসীরা নিরাপত্তা হীনতার কারণে রাজ্য ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবার ঘটনা মিজোরাম সরকার চরম ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার খেসারত ত্রিপুরার মানুষকে দিতে হইবে কেন?

রিয়াংদের কাঞ্চনপুরের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার ফলে স্থানীয় এলাকা বহুমুখী সমস্যার মধ্যেই পড়িয়া আছে। সেখানে এইসব সমস্যার নিরসনেও কোন উদ্যোগ আছে মনে হয় না। রিয়াং শরণার্থীরা মিজোরামের নিজেদের ভিটেমাটি ফেলিয়া ত্রিপুরায় শিবিরে আশ্রয় নিয়া সরকারী সাহায্য সহায়তা দেদার পাইয়া যাইতেছে। মানবতার খাতিরে যেসব সরকারী সহায়তা দেওয়া হইতেছে তাহা অপব্যবহার হইতেছে। সরকারী খানাপিনা ও অন্যান্য সহায়তা পাওয়ার কারণেই এই রিয়াং শরণার্থীদের বড় অংশ মিজারোমে স্বভূমিতে ফিরিতে চাহে না। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধিয়া দিয়া রিয়াং শরণার্থীদের জন্য সব সরকারী সহায়তা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও মিজোরাম সরকারকে কঠোর ভূমিকা নেওয়া ছাড়া কোনও পথ নাই। মিজেরামে ও রিয়াংদের নিজ ভূমিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও কর্মসংস্থানমুখী প্রকল্প নিতে হইবে। কোনও অবস্থাতেই রিয়াং শরণার্থী বিষয়টি আর ঝুলাইয়া রাখা ঠিক হইবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জটিল সমস্যার নিরসন করিতেই হইবে।

শেষ দফার ভোটে দুঃসংবাদ : উত্তর প্রদেশে প্রিসাইডিং অফিসার-সহ দু'জন ভোটকর্মীর অকাল মৃত্যু

গোরক্ষপুর, ১৯ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে ভোটগ্রহণ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন একজন প্রিসাইডিং অফিসারঊ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গোরক্ষপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পিপরাইচ ব্লকের মাধোপুর গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৮১ নম্বর বথেঊ মৃত প্রিসাইডিং অফিসারের নাম হল-রাজারাম (৫৬)ঊ লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায় উত্তর প্রদেশের মোট ১৩টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ তার মধ্যে রয়েছে গোরক্ষপুরওঊঅ্যাসিস্ট্যান্ট নির্বাচনী অফিসার জে এন মৌর্য্য জানিয়েছেন, পিপরাইচ ব্লকের মাধোপুর গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৮১ নম্বর বুথে ভোট ডিউটিতে ছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার রাজারামঊ আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনিঊ তড়িঘড়ি তাঁকে পিপরাইচ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেঊ

এছাড়াও বনসগাঁও সংসদীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত ২১৯ নম্বর পোলিং বুথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একজন ভোটকর্মীঊ মৃত ভোটকর্মীর নাম হল-বিনোদ শ্রীবাস্তব (৫০)ঊ নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, শনিবার মধ্যরাতে ২১৯ নম্বর পোলিং বুথে হৃদরোগে আক্রান্ত হন নির্বাচনী কর্মী বিনোদ শ্রীবাস্তবঊ ততণাততাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ অ্যাসিস্ট্যান্ট নির্বাচনী অফিসার জে এন মৌর্য্য জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশ সরকারের কর্মী ছিলেন বিনোদ শ্রীবাস্তবঊ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেঊ উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায় উত্তর প্রদেশের মহারাজগঞ্জ, গোরক্ষপুর, কুশিনগর, দেউরিয়া, বনসগাঁও, ঘোসি, সালেমপুর, বালিয়া, গাজিপুর, চান্দৌলি, বারাণসী, মির্জাপুর এবং রবার্টসগঞ্জ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছে

গতবারের তুলনায় এবার বেশি সংখ্যক আসন পাবে বিজেপি : ভোট দেওয়ার পর বার্তা আর কে সিনহার

পাটনা, ১৯ মে (হি.স.): গতবারের তুলনায় এবার বেশি সংখ্যক আসনে জয়ী হবে ভারতীয় জনতা পার্টিঊ আবারও ক্ষমতায় আসতে চলেছে মোদী সরকার, দেশবাসী এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেনঊ লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায় ভোট দেওয়ার পর এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর চেয়ারম্যান রবীন্দ্র কিশোর সিনহাঊ উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় বিহারের নালন্দা, পাটনা সাহিব, পাটলিপুত্র, আরা, বক্সার, সাসারাম, কারাকাট এবং জাহানাবাদ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ এদিন সকাল সকাল ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বিজেপি সাংসদ আর কে সিনহাঊ এদিন সকালে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য লোয়লা স্কুলে অবস্থিত ২৩৪ নম্বর বুথে পৌঁছন আর কে সিনহা ও তাঁর ছেলে ঋতুরাজ সিনহাঊ দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন বাবা-ছেলেঊ

এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর আর কে সিনহা বলেছেন, 'গতবারের তুলনায় এবার বেশি সংখ্যক আসনে জয়ী হবে ভারতীয় জনতা পার্টিঊ আবারও ক্ষমতায় আসতে চলেছে মোদী সরকার, দেশবাসী এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেনঊ এবারের সরকার উন্নয়নের সরকার হবেঊ' একইসঙ্গে দেশবাসীকেও ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা

কেদারনাথের গুহায় দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা ধ্যান, দ্বিতীয় দিন বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বদ্রীনাথ, ১৯ মে (হি.স.): কেদারনাথ মন্দিরে পূজার্চনা, গুহায় দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা ধ্যান করার পর উত্তরাখণ্ড সফরের দ্বিতীয় দিনে বদ্রীনাথ মন্দিরে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ ভগবান শিবের পুজো দিতে শনিবার সকালেই কেদারনাথ মন্দিরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রীঊ কেদারনাথে দীর্ঘ ২০ ঘন্টা কাটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীঊ তার মধ্যে ১৭ ঘন্টাই পবিত্র গুহাতেই ধ্যান করে কাটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীঊরবিবার সকালে কেদারনাথ মন্দিরে আরও একবার পূজার্চনা করার পরই বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রীঊ বদ্রীনাথ মন্দিরে পৌঁছনোর পরই ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীঊ উল্লেখ্য, দীর্ঘ ছ'মাস বন্ধ থাকার পর গত ১০ মে বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিলঊ বদ্রীনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হওয়ার ১০ দিনের মাথায় ভদগান বিষ্ণুর আরাধনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

মানব সম্পদ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তত্ত্ব

দীপংকর দাশগুপ্ত

এ দেশে নথিভুক্ত ভোটদাতার সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি। বুথের সংখ্যা ১০ লক্ষ। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন,কানাডা, মেক্সিকো, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যদি একত্রে ভোট দিত, তবেই এত বড় নির্বাচনের সমগোত্রীয় হতে পারত। অন্যদিকে, ভোটপ্রার্থীরা সংখ্যা ৮ হাজার রাজনৈতিক দল। লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৪৩। এই ভোটের লড়াই জাতীয় নির্বাচনের লড়াই, না ৫৪৩টি আলাদা আলাদা লড়াই—টা স্থির করা কঠিন!

নির্বাচনের মোট আনুমাকি খরচ ১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। মার্চ মাসের মাঝামাঝি অবধি নির্বাচন কমিশন যে কালো টাকা, বেআইনি সোনা ও বিভিন্ন মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে, তা মূল্য ৫০ কোটি ডলার। একমাত্র তাঁরাই এই নির্বাচনে ভোটপ্রার্থী হতে পারেন, যাঁদের হাতে অনেক ক্ষমতা বা পকেটে অনেক টাকা। ফলে যাঁদের অর্থের জোর আছে এমন বহু চিত্রতারকা, নামী খেলোয়াড়, বংশ গৌরবান্বিত লোকজন ভারতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

এই ধনী মানুষদের সকলেই যে 'কালো টাকা'-র মালিক, এমন কথা বলা সম্ভব না, উচিতও নয়। কিন্তু অথি সাধারণ মানুষেরও আর্থিক লাভ-ক্ষতি নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত। 'দ্য ইকনমিস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদন বলছে যে, দক্ষিণ ভারতের কোনও একটি রাজ্যে ভোটদাতারা রেগে আগুন হয়ে আছে জনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগীর উপরে। ভোট কেনার জন্য প্রার্থীর কাছে ভোটদাতা প্রতি ২ হাজার টাকা আদায় করে ভোটদাতাদের সামান্য ৫০০ টাকার বেশি তিনি দেননি। তাই সন্দেহ হয়, নির্বাচনী যজ্ঞে কালো টাকার ব্যবহার হয়েই থাকে, আর সেই সন্দেহ যদি 'অমুলক' না হয় তবে ২০১৬ সালের বিমুদ্রাকরণের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ব্যর্থতা আলোচনা করা অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা যথাসম্ভব রাজনৈতিক অলোচনা এড়িয়ে অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকব। তবে সে কাজটা যে কত কঠিন, তা দিকে নজর টানার জন্যই নির্বাচনের চেহারার কিছু ইঙ্গিত

দেওয়া গেল। নির্বাচনে যে দলই জিতুক না কেন নানা প্রতিশ্রুতিতে তাদের নির্বাচনী ইস্তাহার ভরা থাকবে। এবং দল নির্বিশেষে থাকবে ভারতীয় অর্থনৈতির বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে তোলার আশ্বাবাণী। আর ঠিক এই কারণেই সদর রাস্তায় না এলেও অন্তত খিড়কি দিয়ে লুকিয়-চুরিয়ে ঢুকে পড়ে অর্থনীতির চিন্তা।

যদি এ বিষয়ে আদৌ কেউ ভাবতে আগ্রহী হন, তবে ইস্তাহারে ঘোষিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বস্তুটি ঠিক কীসের উপর নির্ভর করে, সে প্রশ্ন তাঁর মনে জাগবেই। একটা চটজলদি উত্তরও নিশ্চয়ই অবচেতন মনের ভিতর ভেসে উঠবে। কেন? বৃদ্ধি হতে গেলে দরকার কলকারখানা, শ্রমিকের চাকরি, দেশি-বিদেশে বিনিয়োগে বা পুঁজির জোগান। এই তো? একেবারে সঠিক উত্তর। তবে একটি 'কেবল' জাতীয় শব্দ যেন মনের মধ্যে আন্দোলন শুরু করে। কেবল? কীসের আবর কেবল?

বৃদ্ধি মানে তো শেষমেশ সম্পদ বাড়িয়ে তোলা। অল্প সম্পদ বেড়ে হবে বেশি সম্পদ। তা সম্পদটা কী? কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, পুঁজির টাকা? কোন সম্পদেরে বৃদ্ধি হলে আমরা খুশি হব? কলকারখানার সংখ্যা? যন্ত্রপাতির সংখ্যা?

আর একটু খোলসা করে বলা যাক। কামারশালায় ১০টি হাতুড়ির জায়গায় যদি ২০টি হাতুড়ি ব্যবহার করা হয়, তবে সে তো এরকম সম্পদ বৃদ্ধিই হল। সংখ্যা বৃদ্ধি। অন্যদিকে যদি ১০টি হাতুড়ির পরিবর্তে এসে হাজির হয় বিদ্যুৎচালিত একটি যন্ত্র—যার কর্মক্ষমতা ৪০টি হাতুড়ির সমান, তবে সে বৃদ্ধিও বৃদ্ধি বলেই পর্যায়ে পড়বে না। তাকে আমরা 'গুণগত বৃদ্ধি' বলে মনে করব। এই বৃদ্ধির অপর নাম 'প্রযুক্তির উন্নয়ন'। বর্তমানকালে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বলতে প্রযুক্তির উন্নয়নই মনে করা হয়।

বলাই বাহুল্য, এমন ধরনের বৃদ্ধির পিছনে অনেক দুশ্চিন্তা জাগানো প্রশ্ন ও রয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল কর্মসংস্থান। ক্রমে মানুষের সব কাজই যদি যন্ত্র এসে করে দেয়, তবে রুজি-রোজগারের কী হবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক, কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব যতই কঠিন হোক না কেন, প্রযুক্তির উন্নয়নকে কোনওমতেই ঠেকানো সম্ভব না। অবশ্য এটাও ঠিক যে, প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে, অন্তত পক্ষে আজকের দুনিয়ায়, প্রয়োজন শ্রমিককেই। কিন্তু সে কোন শ্রমিক? যে শ্রমিক হাতুড়ি পিটিয়ে উৎপাদন করে? না যে শ্রমিক, শুনতে যতই মন্দ লাগুক, গ্রীষ্মের দুপুরে ঠাণ্ডা ঘরে বসে নতুন প্রযুক্তির নীল নকশা তৈরি করে? নীল নকশা প্রস্তুতকারক শ্রমিকের সংখ্যা কম, অথচ কার্যক্ষমতা কয়েক লক্ষ হাতুড়ি-পেটানো শ্রমিকের চেয়ে বেশি। ফলে উৎপাদনশীলতাও তাদের সহস্র গুণের সমতুল্য।

এবার আবার সেই সম্পদের কথটা তোলা যাক। উৎপাদনকে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে বাড়িয়ে তুলতে, অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে ৭, ৮ কি ৯ শতাংশ করে তুলতে প্রয়োজন কীসের ? হাতুড়ি -পেটানো শ্রমিক না নীল নকশা শ্রমিক? উত্তরটা কঠিন নয়। আর শেষ বিচারেএই নীল নকশা প্রস্তুতকারকই দেশের 'আসল সম্পদ'। অর্থাৎ আসল সম্পদ হল মানব সম্পদ।

মানব সম্পদ উৎপাদনের হার যত বেশি হবে, ততই জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির হারের উপর থেকে বাধ্য সরে যাবে। কিন্তু মানব সম্পদ তৈরি করার উপায়টা কী? এটা তো খুব সহজ প্রশ্ন। তাই এটার উত্তর যে 'শিক্ষা', সেটা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। অতএব নির্বাচনী ইস্তাহারের যদি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কথা কোনও রাজনৈতিক দল তুলে থাকে,তবে তার অর্থ হবে যে, ক্ষমতায় এলে তারা মানব সম্পদ গড়ে তোলার দিকে বিশেষ নজর দেবে। এবং সে নজর দিতে হলে শিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণি সৃষ্টি করা হবে প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষিত শ্রমিক তৈরি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কাজেই অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার। এত ঘুরিয়ে যে কথাটা বলা হল, সেটা কি নতুন কোনও আবিষ্কার? ভারতের সব রাজ্যেই শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু অগ্রণীর কথা জানা যায়। বাংলায় এমন এক অগ্রণী ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যে যুগে তিনি জন্মেছিলেন, সে যুগের তুলনায় অনেকটা বেশি যে তিনি এগিয়ে ছিলেন সে কথা আমরা সকলেই জানি। এবং তিনি যা শিখিয়েছিলেন তার ফলে সমাজ ও অর্থনীতি কতটা এগিয়েছিল, তাও কারও অজানা নয়।

তাই একটা বিশাল প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনের দোহাই দিয়ে যারা বিদ্যাসাগরেরমূর্তি ভেঙে দেয, তারা কি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝে? যদি না বোঝে, তবে তাদের ইস্তাহারে যে 'অর্থনৈতিক বৃদ্ধি'র কথা বলা হয়েছে, তাকে কীসের বৃদ্ধি বলে আমরা মনে করব? লেখক এই প্রশ্নের জবাব দিকে অক্ষম, পাঠক বা পাঠিকা হয়তো নন।

(সৌজন্যঃ প্রতিদিন)

আছে ফেল আছে পাশ বিরক্তি বারোমাস

সায়ন্তন ঠাকুর

সে যুগে ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা। কান্দি পরগনার রাজাদের ইশকুলে সাজ সাজ রব পড়ে যেত। হাতে গোনা ক'টা মাত্র ঝকঝকে ছেলেকে পরীক্ষায় বসতে দিতেন হেডমাস্টার বামাপদবাবু। সেসব ছেলে মাথায় টিনের নারকোল তেল মেখে, কুয়োকলায় নেয়ে, পাটি করে চুল আঁচড়ে, আলুসেদ্ধ, পাতলা মসুর ডাল আর একটি বড় পেটির মাছভাজা কেয়ে প্রতিদিন ইশকুলে আসে। আবার ছুটি হলে পড়ন্ত বেলায় আকাশে বেসামাল ঘুড়িষ ছাদের মেয়েলি আড্ডা, কাঁচি সিগারেট সব অগ্রাহ্য করে মাথা নিচু করে দম দেওয়া পুতুলের মতো বাড়ি ফিরে যায়। এরাই বড় হয়ে ডাক্তার-মোক্তার হয়, বাপ-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে!

যে কোনও হেডমাস্টারের মতো বামাপদবাবুরও বড় পেয়ারের ছিল এসব পিতলের মূর্তির মতো ছাত্রদল! কড়া রাশভারী লোক, রাঢ়দেশের খাঁটি চট্টোপাধ্যায় বামুন। মাথায় একটু খাটো, সাদা ধপধপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, লিকলিকে বেত নিয়ে যখন লম্বা টানা বারান্দায় হেঁটে যেতেন, একপাশে সারি সারি ক্লাসঘরে মধ্যরাত্রির শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে আসত। বারান্দার ওপারে ঘাসে ছাওয়া মাঠ, গোলপোস্ট আর মাথার ওপরে আকাশ-ভর্তি ফুরফুরে নরম মেঘ, কিন্তু সেসব দেখলে ছেলেবার বখাটে হয়ে যাবে। শোনা যায়, দৈবাৎ মাঠে যদি কোনও বেপথে গরু ঢুকে পড়ছে, বামাপদবাবু চোখ তুলে চাইলেই নাকি লেজ তুলে পগারপার!

আমার একটু দূরসম্পর্কের এক দাদুকে ওই বেত উঁচিয়ে একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার ফতোয়া দিলেন বামাপদ মাস্টার। ইশকুলের টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট বেরলে দ্যাখা গেল ডাহা ফেল! আমার কিশোর দাদু, ডাকনাম ছিল 'নাড়ু', সেই বয়সেই বখাটে ছেলে হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছে। বাবার পকেট কেটে যাত্রা, হাফ-আখড়া, কাঁচি সিগারেট—এসব ছিল জলভাত। জানি না বেতঝোপে ঢাকা গাঁয়ের লাজুক নদীটির ধু ধু চরে তার কোনও বাল্যপ্রেম অপেক্ষা করে থাকত কি না। সেসব ফুলের বিকেলে কমলা রং গুলে আকাশ আর নদীর জলে কে যেন চড়িয়ে দিত, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের দল ভেসে ভেসে বয়ে যেত কোন সুদূর পুর আকাশে। চকাচকি আর গাংশালিকের দল চারপাশ আলো করে ফুটে থাকত বালির চরার।

চোখ বন্দ করলে বেশ দেখতে পাই, এক চঞ্চল কিসোর মুখ নিচু করে বসে আছে, থোলা থোলা বেথুর ফল তিরতির করে কাঁপছে নদীর বাতাসে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে দেবেন না বলেছেন বামাপদ মাস্টার। শুধু সে নিজেই নয়, তার দুই স্যাঙাত যদুপতি উকিলের ছেলে সুরেশ আর মুখুজ্জে বাড়ির যতীনও আছে। বাপের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে বাকি দু'জন। এই নদীর চর বড় প্রিয় নাড়ুর। মনখারাপ হলেই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বসে থাকে। নদীর ওপর আপনমনে ভেসে যাচ্ছে একটা ছোট পানসি। কত দূর দেশের নাম নাড়ু ভূগোলের বইয়ে পড়েছে তার ভাল লাগে খুব, আঁক কষতেও ভাল লাগে। কিন্তু ধরে -বেঁধে পরীক্ষা দিতে বসালেই গায়ে জ্বর আসে। সেস্টে অঙ্ক পরীক্ষার দিন আকাশে দু'টো ঘুড়ি কাটাকুটি খেলছিল, জানলার কালো কালো জেলখানার মতো গরদের ফাঁক দিয়ে মন দিয়ে তাই দেখছিল নাড়ু। কাচ গুঁড়ো আর গদের আঠা দিয়েছে নির্ঘাত মাঞ্জায়। বাঁদিকের নীল ঘুড়িটা কেমন গোত্তা খাচ্ছে, ইস একেবারে আনাড়ি হাত, আরে বোকা ছেলে ছেড়ে খ্যাল, ওদিকে ঘুড়িটা তো বেঁড়ে, পারবে না। এইসব ভাবতে ভাবতেই আঁক কষা হয়ে উঠল না।

সকালে কতবার কাকুতিমিনত করল বামাপদবাবুর কাছে,

—স্যার , একবারটি চান্স দ্যান! ম্যাট্রিকে ভাল করব, দেকবেন।

ভারী টেবিল, ওপরে কাজগপত্রে স্তূপ। দেওয়াল থেকে স্থির চোখে চেয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি, আর স্বামী বিবেকানন্দ। ওপার থেকে গম্ভীর গলা তুলে বামাপদবাবু বললেন,

—বাড়ি যা। এবারতোকে দেব না বসতে। একবছর বাদ করে পড়শুনা কর।

স্যার, অঙ্ক সব পারতাম আমি, একবারবসতে দিন স্যার........

—আচ্ছা! তাই না কি? পারতিস? শুয়ার কোথাকার, একটা অঙ্ক করে সাদা খাতা জমা দিয়েছিস আর পারতিস সব। মিথ্যেকথা বলার জায়গা পাস না?

অস্ত সূর্যের লাল আলোয় মাখামাখি শ্রান মুকখানি। একমথা নরম চুল লুটোপুটি খাচ্ছে বাতাসে। চোখের ভেতর টলটলে জল, যেন একটু স্পর্শ করলেই গড়িয়ে পড়বে গাল বেয়ে। টিটি করে কী একটা পাখি উড়ে গেল ওই দূরের বাঁশঝোপের দিকে। কৈশোর বড় অভিমানের সময়। হাড়গিলের মতো চেহারা হয়, ভাঙা গলার স্বর, এক অন্য মানুষ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। মনে হয়, পৃথিবীতে কেউ নেই সেই আপনার জন্য, যে আমাকে বোঝে। কত ঝলমলে স্বপ্ন খেলা করে মাথার ওপর। তুষারাবৃত শৈলরাজি কত দুর্গম, গহিন অরণ্য, চিকচক্রবলি রেখা স্পর্শ করে থাকা উত্তাল সুনীল সমুদ্র হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। নাড়ু শুনেছে, ইশকুলের ভূগোল মাস্টারমশাইয়ের মুখে ক্যাপ্টেন স্কটের কথা! ইতিহাস বইয়ে পড়েছে ফতেপুর সিক্রির গল্প। মনে মনে কতদিন বিছানায় শুয়ে ভেবেছে, জোছনা রাতে সে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ফতেপুর সিক্রির পথে। ওই তো বুলন্দ দরওয়াজা! তেজি ঘোড়ার পিঠে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছেন মোগল সৈন্যের দল। শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি সেলিম চিস্তির মাজার, ঘুরে ঘুরে কী সুরেলা গলায় গান গাইছে একদল লোক! কারা ওরা ? কই, এসব কথা তো লিখতে দেয় না কোনও পরীক্ষায়। কী হবে শুকনো কতগুলো সাল-তারিখ মুখস্থ করে!

কিন্তু কী বলবে বাবাকে আজ? সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত, নাড়ুর যদি উপায় থাকত দু'হাতে করে আজ আটকে রাখত সময়-ঘড়ির সদা চঞ্চল কাঁটা দু'টি। মরজগতেত তা হওয়ার নয়! আদালত থেকে মক্কেল সামলে ফেরার সময় হয়ে গেল সরযুপ্রসাদের। এসে যদি শোনে, ছোট ছেলে ফেল করেথে, আহ্নিকে বসার আগেই খড়ম-পেটা করবে।

নদীর এপাশে একটা পোড়া মন্দির আছে, কী'দিন হল কোথা থেকে এক জটাধারী সন্ন্যাসী আস্তনা গেড়েছে। কারওর সঙ্গে তেমন কথা বলে না, সাদা কাপড় পরেন। গাঁয়ের লোক যদি চাল, ডাল, মুলো, পটল, আলু সিধে দিয়ে যায়, রান্না চাপায় নদীর চরে কাঠের আখায়, নাহলে কিছুই খায় না সারাদিন! সন্ধে হলেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে। খুব অবাক লাগে নাড়ুর তাকে দেখে। আচ্ছা, ওই সন্ন্যাসীর মতো যদি সেও বাড়ি ছেড়ে পালায়! পরীক্ষা দিতে হবে না, পাশ-ফেলের ভয় নাই, কত দেশ দেখবে, কত নতুন মানুষ কত জায়গায় ঘুরে বেড়াবে একা একা। মা কি কাঁদবে তখন তার জন্য খুব? আলো মুছে যাচ্ছে একটু একটু

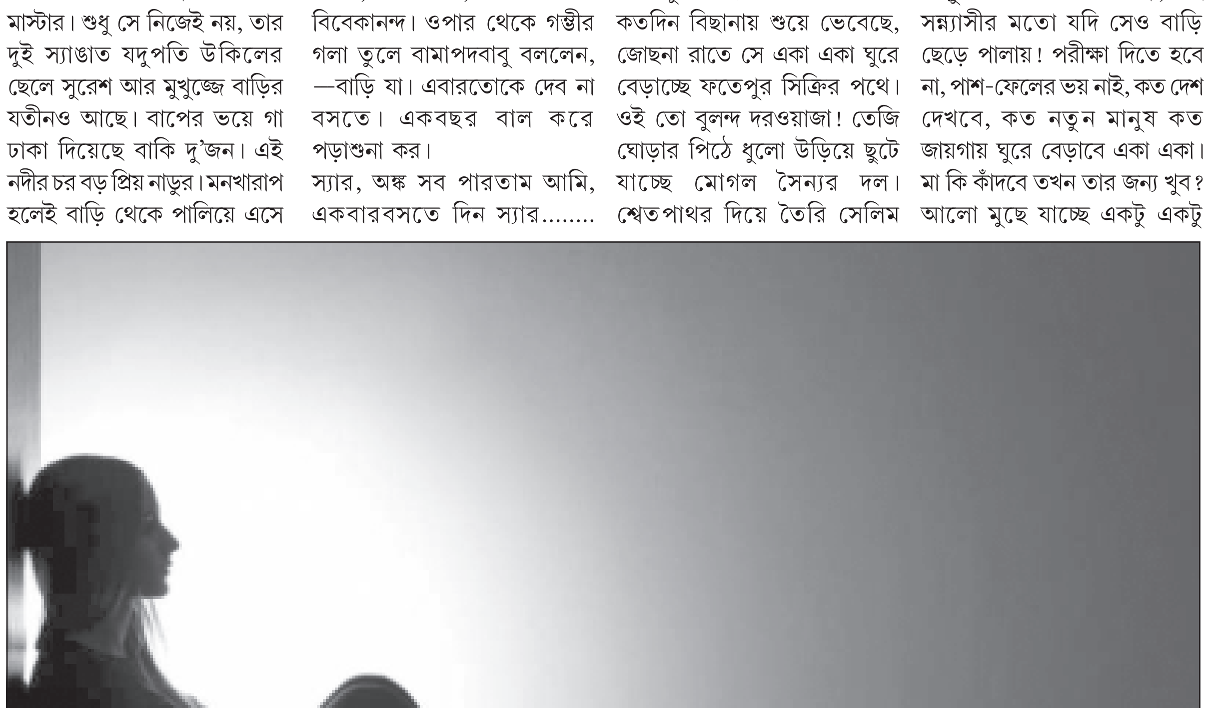

করে। নশ্বর মানুষের আয়ুর পাতা থেকে শেষ হয়ে আসছে আরও একটা দিন। দূরে বাঁশঝাড়ের মাথায় দিনান্তের একটুকরো মলিন আলো আলতো লেগে আছে কী যেন ভাবছে নাড়ু। নাঃ এভাবে হবে না, ম্যাট্রিক পরীক্ষা তাকে দিতেই হবে এ বছর। একটু দূরের গোকর্ণ হাই ইশকুলের হেডমাস্টার তার চেনা মানুষ। একবার কংসবধ যাত্রাপালায় নাড়ু 'সখী' সেজেছিল, গোকর্ণে সেই পালা দেকে কাছে ডেকে খুব প্রশংসা করেছিলেন হেডমাস্টার। নিরোদবাবু। তিনি আবার সরযুপ্রসাদের মক্কেল, কী একটা জমির কেস জিতিয়ে দিয়েছিলেন সরযুপ্রসাদ। তাঁর কাছে কাল সকালে একবার গেলে হয় না?

আমার ঠাকুমার মুখে শুনেছি সে বছরই গোকর্ণ ইসকুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল নাড়ু। ধুশু তাই নয়, ফার্স্ট ডিভিশনও পেয়েছিল। গোকর্ণ ইশকুল থেকে মার্কশিট নিয়ে ফেরার পথে কান্দি ইশকুলে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুরে বাঁহাতের দু'টো আঙুলে মার্কশিট নাচিয়ে বামাপদবাবুকে বলেছিল রমাপ্রসাদ ওরফে নাড়ু—'দ্যাক রে বামা! পরীক্ষা দিতে দিসনি, এই দ্যাখ ফাস ডিভিশন!

ঠাকুমা বলেন, তাঁর দেওরের ডান হাতে নাকি তখন জ্বলন্ত কাঁচি সিগারেটও ছিল।

সেসব কোন কালের কথা। গত শতকের ছায়ায় ভোজবাজির মতো বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে রঙ্গমঞ্চের সব চরিত্র। শুধু থেকে গেল আজও সেই ছেলের দল, যাদের পায়ে শেকল পরে ক্লাসঘরে বসে থাকতে বাল লাগে না। বাইরে রোদ্দুর ওঠে তখন খুব, আষাঢ়ের অপরাহ্নে ফলসা গাচের মাথায় আপনমনে একসুরে ডেকে চলে একটা পাখি। চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল........... আবারকোনও চৈত্র মাসে ধু ধু দুপুরে উড়ে বেড়ায় বিবাগি হাওয়া-বাতাস। লাল ধুলোয় ঢেকে যায় পথঘাট, পুরনো বেলগাছ থেকে টুপটাপ খসে পড়ে শুকনো পাতা। ক্লাসঘরে তখন সাদা খাতা দেওয়া হয়, ওপরে নাম, রোল নাম্বার লিখে অপেক্ষা করতে হবে প্রশ্নপত্রের একের দাগে বারো নাম্বারের প্রশ্ন জানতে চাইছে অপূর্বকুমার রায়ের মনোজগৎ কেমন ছিল?

প্রথম বেঞ্চের ছেলেরা কেমন খসখস করে লিখে চলেছে পাতার পর পাতা। খাতা ফুরিয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে বলতে হবে—স্যার পাতা লাগবে। আমাদের সময়ে যে যত বেশি অতিরিক্ত পাতা নিত, সে তত বাল ছেলে বলে মনে করত সবাই, শুধু একজন ছন্নছাড়া দলছুট ছেলে জানলা দিয়ে চৈত্রে খাঁ খাঁ ফ্যাকাসে আকাসের দিকে চেয়ে ভাবত, তী লিখবে অপূর্বকুমার রায়ের কথা। একটা উপন্যাস লিখে চলে। এই কথা লিখবে, না কি সেই মনসাপোতার কথা লিখবে? আর হরিহর রায়ের ভাঙা কোঠাবাড়ি, তার কথা লিখবে না? সময় চলে যায় পরীক্ষার । পরীক্ষক গম্ভীর গলায় ঘোষণা করেন—অনলি ফাইভ মিনিটস। ফল বেরলে দ্যাখা যায়, বাংলা পরীক্ষায় ফেল করেছে ছেলেটি।

(সৌজন্যঃ প্রতিদিন)

রবিবার আয়োজিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ঠ সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

অন্তিম দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে অভিষেক-সুদীপ-রাহুল-শমীকের

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে মোট লোকসভা আসনের সংখ্যা হল ৪২ঊ ইতিমধ্যেই সাত দফার মধ্যে ছ'দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছেঊ সপ্তম তথা অন্তিম দফায় রবিবার সকাল সাতটা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মোট ন'টি আসনে শুরু হল ভোটগ্রহণঊ সপ্তম দফায় পশ্চিমবঙ্গের দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ এবং কলকাতা উত্তর সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছেঊ ষষ্ঠ দফার ভোটে বঙ্গের কোথাও কোথাও অশান্তির চিত্র ফুটে উঠেছিলঊ সপ্তম দফার ভোটেও সেই চিত্র যাতে না ফুটে ওঠে, সেটাই এখন নির্বাচন কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জঊ দমদম লোকসভা কেন্দ্র : দমদম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হলেন সৌগত রায়, বিজেপি প্রার্থী হলেন শমীক ভট্টাচার্য, কংগ্রেস প্রার্থী হলেন সৌরভ সাহা এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী হলেন নেপালদেব ভট্টাচার্যঊ বারাসত : বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বিজেপি প্রার্থী হলেন মৃণাল কান্তি দেবনাথ, কংগ্রেস প্রার্থী হলেন সুব্রত দত্ত এবং বামফ্রন্ট মনোনীত এআইএফবি প্রার্থী হরিপদ বিশ্বাসঊ বসিরহাট : বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হলেন নূসরত জাহান, বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু, কংগ্রেস প্রার্থী হলেন কাজি আব্দুর রহিম এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই প্রার্থী পল্লব সেনগুপ্তঊ জয়নগর : জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল, বিজেপি প্রার্থী হলেন অশোক কাণ্ডারি, কংগ্রেস প্রার্থী তপন মণ্ডল এবং বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্করঊ মথুরাপুর (তফ) : মথুরাপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হলেন চৌধুরী মোহন জাটুয়া, বিজেপি প্রার্থী হলেন শ্যামাপ্রসাদ হালদার, কংগ্রেস প্রার্থী কৃত্তিবাস সর্দার এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী শরতহালদারঊ ডায়মন্ড হারবার : ডায়মমন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি প্রার্থী হলেন নিলাঞ্জন রায়, কংগ্রেস প্রার্থী হলেন সৌম্য আইচ রায় এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী ড় ফুয়াদ হালিমঊ যাদবপুর : যাদবপুর লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী হলেন মিমি চক্রবর্তী, বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরা, কংগ্রেস প্রার্থী এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যঊ কলকাতা দক্ষিণ : কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী হলেন মালা রায়, বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রকুমার বসু, কংগ্রেস প্রার্থী মিতা চক্রবর্তী এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী নন্দিনী মুখার্জিঊ কলকাতা উত্তর : কলকাতা উত্তর লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী হলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা, কংগ্রেস প্রার্থী সৈয়দ শাহিদ ইমাম এবং বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী কনীনিকা বোস (ঘোষ)ঊ সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থীরা হলেন-সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখঊ এই দফায় বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থীরা হলেন-শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহা, চন্দ্রকুমার বসু প্রমুখঊ যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে এদিনই ভাগ্য পরীক্ষা হবে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যেরঊ প্রসঙ্গত, এ বছর লোকসভা ভোট শুরু হয়েছে ১১ এপ্রিলঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগণনা এবং ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৩ মে।

৫ মিনিটেই 'কুইক রেসপন্স টিম': বিবেক দুবে

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স): রবিবার চলছে সপ্তম দফার নির্বাচন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বিক্ষিপ্ত গন্ডগোল। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে 'হিন্দুস্থান সমাচার' কে জানালেন, অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ৫ মিনিটেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে 'কুইক রেসপন্স টিম'। বড়জোর তাদের সময় লাগতে পারে ১৫ মিনিট। আজকের ৯ টি লোকসভা কেন্দ্রে ৪৬১ টি কুইক রেসপন্স টিম কাজ করছে। তিনি জানান, পুলিশ কমিশনাররা এবং জেলার পুলিশ সুপাররা সংশ্লিস্ট কন্টোল রুমে সকাল থেকেই উপস্থিত আছেন। তারাই কুইক রেসপন্স টিমকে পরিচালনা করছেন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহকারী কমান্ডেন্টরা। গাইড করছেন স্থানীয় পুলিশ অফিসাররা। এই ৯ টি লোকসভা আসনে নির্বিঘ্নে ভোট গ্রহনের জন্য ৭১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। তারা ১৭ হাজার ৫৮ টি বুথ পাহারা দেবে। ফলে ১০০ শতাংশ বুথেই রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

রবিবার ভোট কলকাতা এবং শহর সংলগ্ন দুই জেলার নয়টি আসনে। আজ ভোটগ্রহণ হচ্ছে দমদম, বারাসত, বসিরহাট, জয়নগর, মথুরাপুর, ডায়মন্ড হারবার, যাদবপুর, কলকাতা দক্ষিণ, কলকাতা উত্তরে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে গন্ডগোলের খবর আসতে শুরু করেছে। কেষ্টপুরে ইভিএম বিকলের অভিযোগ উঠেছে। প্রিসাইডিং অফিসারকে হেনস্থারও অভিযোগ রয়েছে। সিথির একটি স্কুলে একাধিক ইভিএম বিকল হয়ে আছে। নিউটাউনে বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থলে গেছে বম্ব স্কোয়াড। দমদমের ঘুঘুডাঙায় বিজেপি এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ এসেছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। বেলেঘাটার জহর হিন্দি স্কুলে বুথ দখলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের অন্তর্গত বেলগাছিয়ায় বিভিন্ন বুথ থেকে সিপিএমের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগে আরজিকরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন সিপিএমের উত্তর কলকাতার প্রার্থী কনীনিকা ঘোষ। এই ঘটনা নিয়ে এদিন সকালেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ায় তিনি। বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে জানিয়েছেন, 'বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে অযাচিত জমায়েত হলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হবে ৩ বছরের জেল এবং জরিমানা। এক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে'।

ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি। দেখা হচ্ছে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা। জানা গিয়েছে, বিধাননগরের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিজেপি নেতা অনুপম দত্তকে আজ কার্যত গৃহবন্দী থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটদান ছাড়া তিনি বাড়ি থেকে বের হতে পারবেন না। লোকসভায় ৯ কেন্দ্রে প্রার্থী ১১১ জন। সব থেকে বেশি কলকাতা উত্তরে ২১ জন। সব থেকে কম জয়নগরে ৮ জন। মোট ভোটার ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৪৩ জন। সার্ভিস ভোটার ৯ হাজার ৯২ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩৭৭। সব থেকে বেশি ভোটার যাদবপুরে ১৮ লক্ষ ১৬ হাজার ১১৭ জন। সব থেকে কম কলকাতা উত্তরে। ১৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮১৮ জন। মোট বুথের সংখ্যা ১৭ হাজার ৪২। ভোটকেন্দ্র ৯ হাজার ২৩০।

যে ৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে সেখানে মোট প্রার্থী ৩৪ জন। দার্জিলিঙে ৯, ইসলামপুরে ৫, হবিবপুরে ৮ এবং ভাটপাড়ায় ১২ জন। দার্জিলিঙে ভোটার ২ লাখ ৩৪ হাজার ৯৯৭, ইসলামপুরে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৯১, হবিবপুরে ২ লাখ ৪০ হাজার ৭১ এবং ভাটপাড়ায় ১ লাখ ৪৯ হাজার ১৬৪। আজ একথা জানান অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সঞ্জয় বসু।

রবিবার সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় হল সভা। ছবি- নিজস্ব।

ভোট দিলেন রবিশঙ্কর-নীতিশ-সুশীল

পাটনা, ১৯ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফায় ভোটগ্রহণ চলছে বিহারের মোট আটটি লোকসভা আসনে। রবিবার সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার ঘন্টা দু"য়েকের মধ্যেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার এবং বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী প্রমুখ। এরইমধ্যে বিহারের পাটনা সাহিব লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পন্ত নগরের ৬ নম্বর বুথে ইভিএম বিভ্রাটের খবর পাওয়া গিয়েছে। এজন্য বেশ কিছুক্ষনের জন্য ভোটগ্রহণে বিভ্রাট হয়েছে। ঊনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম দফায় বিহারের নালন্দা, পাটনা সাহিব, পাটলিপুত্র, আরা, বক্সার, সাসারাম, কারাকাট এবং জাহানাবাদ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। এদিন সকালে পাটনা উইমেন্স কলেজের ৭৭ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পাটনা সাহিব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রবিশঙ্কর প্রসাদ। পাটনার রাজ ভবন এলাকায় অবস্থিত একটি স্কুলের ৩২৬ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। এছাড়াও পাটনার ৪৯ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল মোদী।

তিলজলায় উত্তেজনা : রাহুল সিনহাকে লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স): তিলজলায় বি আর আম্বেদকর স্কুলের ২৪৪/২৫২ নম্বর বুথে উত্তেজনা। রাহুল সিনহাকে ঘিরে বিক্ষোভ, ইটবৃষ্টি হয়। ইটের ঘায়ে আহত হয়েছেন দুই বিজেপি কর্মী। এদিন ওই বুথে ছাপ্পার অভিযোগ পেয়ে সেখানে পৌঁছান রাহুল সিনহা। বুথ থেকে বেরোনোর সময় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ ওঠে। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহাকে উদ্দেশ্য করে ওঠে 'গো ব্যাক' স্লোগান। ইটও ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। মাথা ফেটে যায় এক সংবাদমাধ্যমের কর্মীর। ঘটনাস্থল থেকে রাহুল সিনহা ফোন করেন নির্বাচনী আধিকারিকদের। তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক সার্কাস ৪ নম্বর ব্রিজের কাছে। আম্বেদকর বিদ্যালয়ের সামনে যান রাহুল সিনহা। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ। দেওয়া হয় 'গো ব্যাক স্লোগান'।

আজ রবিবারের ভোটে মোট ভোটার মোট ভোটার ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ০৬৪ জন। বুথের সংখ্যা দমদমে ১৭৬১টি। বারাসাতে ১৯১৫টি। বসিরহাটে ১৮৬১টি। জয়নগরে বুথ রয়েছে ১৮১০টি। বুথ আছে মথুরাপুরে ১৮৪৮টি। ডায়মন্ড হারবারে ১৯১২ টি। ২০৪২টি বুথ রয়েছে যাদবপুরে। কলকাতা দক্ষিণ ২০৩১ বুথ আছে। ১৮৬২টি বুথ রয়েছে কলকাতা উত্তরে।

সপ্তম দফার ভোটের ময়দানে বেশ কিছু প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। সংখ্যাটা ২৩। যার মধ্যে ১৭জনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ মামলা চলছে আদালতে। এমত অবস্থায় জনপ্রিতিনিধি হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন তারা। বিজেপির মোট ৫জন, তৃণমূলের ৪ এবং সিপিএমের হয়ে ২জন মামলাধারী প্রার্থী রয়েছেন। বসিরহাটের সিপিআই(এমএল-রেড স্টার) প্রার্থী ওলি মহম্মদ মালিক সর্বাধিক মামলায় যুক্ত রয়েছেন। এই মুহূর্তে মোট ৩২টি মামলা চলছে তার বিরুদ্ধে। এরপরের স্থানে রয়েছেন সায়ন্তন বসু। বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থীর নামে ঝুলছে ১৪টি মামলা। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার নামে রয়েছে ৭টি মামলা।

শেষ দফায় মোট ১১১জন প্রার্থীর মধ্যে ৩০জন কোটিপতি। প্রথমই রয়েছে কলকাতা দক্ষিণের কংগ্রেস প্রার্থী মিতা চক্রবর্তী। তাঁর ঘোষিত অর্থের পরিমাণ ৪৪ কোটি টাকারও বেশি। এরপরই রয়েছেন যাদবপুরের সিপিআইএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তার সম্পত্তির পরিমাণ ১২ কোটি টাকার বেশি। পশ্চিম বাংলার ৯টি কেন্দ্রের ৯জন তৃণমূল প্রার্থীর মধ্যে ৯জনই কোটিপতি। যার মধ্যে সর্বাধিক সম্পত্তি রয়েছে কলকাতা উত্তরের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শেষদফায় পশ্চিমবঙ্গের ১১১ জন প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২৯ জন স্নাতক। ২৯জন স্নাতকোত্তর। ১৬জন কারিগরি বিষয় স্নাতক। ১০জন অষ্টম শ্রেণী পাশ, ১৩জন ক্লাস টেনের গন্ডি পেরিয়েছেন এবং ১৫জন দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেছেন। ২ জন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন।

বঙ্গে শেষ দফার ভোট সকালেই ইভিএম ও ভিভিপ্যাট বিভ্রাট বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): রবিবার লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফার ভোট শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গা থেকে ইভিএম ও ভিভিপ্যাট কাজ না করার অভিযোগ উঠতে থাকে। কিছু জায়গায় এ নিয়ে অশান্তি দেখা দেয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়াও বিলম্ব হয়। দমদম কেন্দ্রের খড়দায় কয়েকটি ভিভিপ্যাট খারাপ থাকায় ভোটগ্রহণ শুরু হয় একটু দেরিতে। পানিহাটি ২১৫ নম্বর বুথ, কলকাতা উত্তর কেন্দ্রের অন্তর্গত কুমার আশুতোষ স্কুলে দু"টি এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইভিএম খারাপ ছিল। দমদম সরোজিনী নাইডু স্কুলে একটি ইভিএম, ছয়ের পাতায়

গডসে 'দেশভক্ত' : প্রজ্ঞার বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন নীতীশ কুমার

পাটনা, ১৯ মে (হি.স.): প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর মানেই বিতর্ক! জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে 'দেশভক্ত' বলে আখ্যা দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের ভোপাল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরঊ পরে অবশ্য ক্ষমাও চাইছেনঊ কিন্তু, বিতর্ক এখনও পিছু ছাড়ছে নাঊ নাথুরাম গডসে 'দেশভক্ত', প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের এই বিবৃতির তীব্র নিন্দা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায়, রবিবার বিহারের নালন্দা, পাটনা সাহিব, পাটলিপুত্র, আরা, বক্সার, সাসারাম, কারাকাট এবং জাহানাবাদ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ এদিন পাটনায় রাজভবনের সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্কুলের ৩২৬ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারঊ ভোট দেওয়ার পর প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নীতীশ কুমার বলেছেন, 'ওই ধরনের মন্তব্য অত্যন্ত নিন্দনীয়ঊ এমন ধরনের মন্তব্য আমাদের কখনই বরদাস্ত করা উচিত নয়ঊ'

বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার তথা মাকাল নিধি মাইয়াম প্রধান কমল হাসান।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে 'স্বাধীন ভারতের প্রথম সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছিলেন কমল হাসানঊ কমল হাসানের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর বলেছেন, 'নাথুরাম গডসে দেশপ্রেমিক ছিলেন, দেশপ্রেমিক আছেন এবং দেশপ্রেমিকই থাকবেন।'

পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে প্রজ্ঞা বলেছিলেন, 'কারও ভাবাবেগকে আঘাত করার অভিপ্রায় ছিল না আমারঊ যদি কাউকে আঘাত করে থাকি, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থীঊ' ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও, প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টিঊ প্রজ্ঞার বক্তব্যের ব্যাখা চেয়েছে বিজেপির শৃঙ্খলা কমিটিঊ বিজেপির এই পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে এদিন নীতীশ কুমার বলেছেন, 'দল (বিজেপি) কী পদক্ষেপ নিয়েছে, সেটা তাঁদের আভ্যন্তরীণ বিষয়।

দুঃসংবাদ : গোরক্ষপুরে ভোট চলাকালীন মৃত্যু প্রিসাইডিং অফিসারের

গোরক্ষপুর, ১৯ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে ভোটগ্রহণ চলাকালীন অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন একজন প্রিসাইডিং অফিসারঊ মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে গোরক্ষপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পিপরাইচ ব্লকের মাধোপুর গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৮১ নম্বর বুথেঊ মৃত প্রিসাইডিং অফিসারের নাম হল-রাজারাম (৫৬)ঊ লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায় উত্তর প্রদেশের মোট ১৩টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ তার মধ্যে রয়েছে গোরক্ষপুরওঊ

অ্যাসিস্ট্যান্ট নির্বাচনী অফিসার জে এন মৌর্য্য জানিয়েছেন, পিপরাইচ ব্লকের মাধোপুর গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৮১ নম্বর বুথে ভোট ডিউটিতে ছিলেন প্রিসাইডিং অফিসার রাজারামঊ আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনিঊ তড়িঘড়ি তাঁকে পিপরাইচ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছেঊ উল্লেখ্য, ছয়ের পাতায়

রবিবার ত্রিপুরা এমপ্লইজ কো অর্ডিনেটর কমিটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গে ভোট দিলেন তারকা প্রার্থীরা

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স): ভোট দিলেন তারকা প্রার্থীরা। কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে ভোট দিয়ে গেলেন বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেসের তারকা প্রার্থী অভিনেত্রী নুসরত জাহান। রবিবার সকাল সকাল ভোট দিতে যান তিনি। মর্ডান হাইস্কুল বুথে গিয়েছিলেন নুসরত। নুসরত সেখানে ঢুকতেই প্রচণ্ড ভিড় জমে যায়। নুসরতের বাইট পাওয়া নিয়ে শুরু হয় হৈচৈ। সাংবাদিকদের ঠেলাঠেলির মধ্যে প্রাথমিকভাবে রাজি হলেও পরে কথা না বলেই বেরিয়ে যান নুসরত। সকলকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে যান অভিনেত্রী নুসরত জাহান। ভোট দেন দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রকুমার বসু। ভবানীপুরে ভোট দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল তিনটেতে এখানেই ভোট দিতে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সকালে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে ভাবনীপুরের ১২৫ নম্বর বুথে ভোট দেন রাজ্যের বিদ্যুত মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস এবার ৪২-এ ৪২ হবে। কাজের ভিত্তিতে ভোট হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও চিন্তা নেই। উচ্চিংড়ের মতো যতই কোনও দল লাফাক না কেন মানুষ জানে কে কাজ করেছে'। তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কাছে ৪২-এ ৪২ দেওয়ার প্রার্থনা করেছেন। পাঁচ বছর যারা ক্ষমতায় ছিল তারা যদি কাজ না করে অন্য ইশুতে ভোট চায় তাহলে সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে'।

ভোট দিলেন বারাসাতের তৃণমূল প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ভোট দেবার পর তিনি বলেন, 'ভালো ভোট হচ্ছে। প্রশাসন কাজ করছে'। ভোটের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'আমি আশাবাদী। মানুষ পাশে আছে'। সব্যসাচী দত্ত প্রসঙ্গ উঠতেই কার্যত তাঁকে চিনতে অস্বীকার করেন কাকলি। বলেন, 'হু ইজ সব্যসাচী ? মুনিয়ার (তৃণমূল কর্মী) কথা বলছেন ? ও বেশ ভালো কাজ করছে'। এরপর তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় মেয়র সব্যসাচী দত্তর কথা। কাকলি বলেন, 'দমদমে বেশ খেটেছে'।

পুনরায় উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়েছে মাস্টার-প্ল্যান আবেগাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

কেদারনাথ, ১৯ মে (হি.স.): শরীর মোড়া বিশেষ ধরণের পাহাড়ি পোশাকে, মাথায় হিমাচলি টুপি। গেরুয়া কোমরবন্ধ। এভাবেই শনিবার কেদারনাথ মন্দিরে দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। মন্দিরে পূজার্চনা সেরে চড়াই ভেঙে এক গুহায় প্রধানমন্ত্রী ধ্যানে বসেন। সন্ধের আগে ধ্যানভঙ্গ হয় মোদীর। গুহা থেকে বেরিয়ে কেদারনাথের আরতি দেখেন। শনিবার রাতে গুহাতেই কাটান প্রধানমন্ত্রী। এরপর রবিবার সকালে ফের একবার কেদারনাথ মন্দিরে এলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনই বদ্রীনাথ দর্শনে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে আবেগাপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রী জানালেন, "কেদারনাথ মন্দিরের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে আমার। ২০১৩ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর, কেদারনাথের উন্নয়নের জন্য আমরা মাস্টার-প্ল্যান করেছি।" সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, "আমার ভীষণ সৌভাগ্য যে, গত কয়েক বছর ধরে আধ্যাত্মিক চেতনার ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

কোথায় লাগাবেন কি গাছ

পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চারিদিকে চলছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। জুন, জুলাই ও আকস্ট মাস গাছ লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাই সঠিক স্থানে সঠিক চারা রোপণের সময় এখনই। জেলা ও উপজেলা বৃক্ষমেলা কিংবা নার্সারি থেকে চারা সংগ্রহ করা যায়। সুস্থ, সবল, মধ্যমাকৃতির পরবর্তী বংশধরনের কথা চিন্তা করে ফলজ ও ওষধি গাছের চারা লাগানোর প্রতি বেশি নজর দেওয়া উচিত। এতে ফল, ঔষধ এবং কাঠ সবই পাওয়া যায়। বন্যামুক্ত, আলোবাতাস চলাচল করতে পারে এবং সুর্যালোক পড়ে এমন জায়গায় চারা রোপন করা উচিত। এতে ফল, ঔষধ এবং কাঠ সবই পাওয়া যায়। বন্যামুক্ত, আলোবাতাস চলাচল করতে পারে এবং সুর্যালোক পড়ে এমন জায়গায় চারারোপণ করা উচিত। দো-আঁশ,বেলে দো আঁশ, এঁদের দোঁআশ, উর্বর, নিষ্কাশনযোগ্য ও উঁচু স্থানে চাজ্মরজ্ঞ রোপণ করা উত্তম। কোথায় কোন চারা রোপণ করা উচিত তা জেনে নেই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে : যেমন--- মসজিদ, মন্দির, গির্জা, স্কুল কলেজ অফিস আদালত, মাদ্রাসা , বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামনে ও আশেপাশে শোভাবর্ধনকারী এবং ছায়াদানকারী গাছ যেমন, দেবদারু, নারিকেল, সুপারি, তাল, খেঁজুর, নিম, পাম, ঝাউ, কৃষ্ণচূড়া, আম, কাঁঠাল , লিচু গাছ রোপণ করতে পারেন।

বসতবাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ঃ রোদও আলোর জন্য ছোট এবং কম ঝোপালো গাছ লাগাতে হবে। সুপারি, নারিকেল, নিম, দেবদারু, পেঁপে পেয়ারা, লেবু, জাম্বুরা, ডালিম , মেহেদি, গাছ লাগানো যেতে পারে।

বসতবাড়ির পূর্ব পশ্চিমে ঃ মাঝারি উঁচু এবং মাঝারি ঝোপালো গাছ লাগাতে হবে। এতে সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ির আঙিনায় আলো থাকবে। বাউকুল আপেলকুল , সফেদা, আম্রপালি, লিচু, খেঁজুর , ডালিম কলা, আতা, বেল, পেয়ারাসহ বিভিন্ন গাছ।

বসতবাড়ির উত্তরে ঃ বসতবাড়ির উত্তরপাশে বড় ও উঁচু গাছপালা থাকলে ঝড় তুফান প্রতিরোধ হয়। এখানে আম কাঁঠাল, জাম, কামরাঙ্গা, মেহগনি, শিশু, সেগুন, হরিতকি, আকাশমণি, বাঁশ ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যায়।

পতিত জমিতে ঃ সব ধরনের গাছ যেমন আম কাঁঠাল, জাম, কামরাঙ্গা, মেহগনি, শিশু,সেগুন , হরিতকি, আকাশমনি, দেবদারু, নিম, পাম ঝাউ কৃষ্ণচূড়া বাঁশ ইত্যাদি।

হাট বাজারে ঃ ছায়াদানকারী গাছ রোপন করা উচিত। আম, কাঁঠাল, জাম, সেগুন, দেবদারু, সুপারি, খেঁজুর, নিম পাট, ঝাউ , কৃষ্ণচূড়া বাবালা ইপিল ইপিল, শিমূল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যায়। গাঁয়ের পথের দু'ধারে বা ফিডার রোডের পাশে শিশু, নিম, দেবদারু, চম্পা, ইপিল ইপিল, পাইন্যাগোলা বা লুকলুকি, মান্দার, পালিত মাদার, পানিয়া মাদার, পালিত মাদার, বকফুল তাল, খেঁজুর ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে। বড় রস্তা বা মহাসড়কের পাশে কৃষ্ণচূড়া কনকচূড়া, রেইনট্রি, গগন, শিরীষ, রাজকড়ই , রেইনট্রি , গগন, শিরীষ, রাজকড়ই, শিলকড়ই, শিশু মেহগনি, অর্জুন দেবদারু, সোনালু, নিম, নাগেশ্বর, আকাশমনি, বকুল পলাশ, তেলসুর, ঝাউ বটল পাম, প্রভৃতি গাছ লাগানো যায়।

রেল লাইনের পাশে ঃ মেহগনি, শিশু, সেগুন, আকাশমণি, দেবদারু, নারিকেল, সুপারি, খেঁজুর, নিম , পাম, শিমূল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা যায়।

বাঁধের ধারে ঃ শেকর শক্ত এবং বিস্তৃত এমন গাছ যেমন বট, আমড়া, বাঁশ, মেহগনি, শিশু সেগুন, আকাশমনি , দেবদারু, নারিকেল, সুপারি, খেঁজুর ইত্যাদি গাছ রোপণ করা দরকার।

জমির আইলে ঃ যেসব গাছের শেকড় কম বিস্তৃত কম ছায়াদানকারী , ডালপালা ছাঁটাই করা যায় যেমন মেহগনি, দেবদারু ইত্যাদি গাছ রোপণ করতে হবে। আজকাল জমির ভেতরেও গাছ লাগানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই ইউক্যালিপটাসকে বেছে নিয়েছেন। ফসলের ক্ষেতে দূরে দূরে অল্প কিছু এরূপ কাজ লাগানো যেতে পারে। বরেন্দ্র এলাকায় এখন ধানের জমিতে মাটির টিবি তৈরি করে সেখানে ব্যাপক হারে আমগাছ লাগানো হচ্ছে। এমনকি জমির আইলেও অনেক গাছ লাগানো হয়। অনেক জায়গায় আইলে তালগাছ লাগিয়ে বাড়তি লাভ পাওয়া গেছে। তাল ছাড়া খেঁজুর সুপারি, বাবলা, বকাইন, জিগা, কড়ই, ইউক্যালিপটাস, পালিত মাদার ইত্যাদি গাছ লাগানো যেতে পারে।

নিচু জমিতে ঃ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে এমন গাছরোপণ করা দরকার। পিটালি, বেতল, মূর্তা, বাঁশ , মান্দার, জারুল, হিজল , কদম ইত্যাদি গাছ নিচু জমিতে রোপণ করা যেতে পারে।

পুকুর পাড়ে ঃ মাটি ভাঙে না এবং শোভাবর্ধন করে যেমন সুপারি , নারিকেল, নিম,দেবদারু, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, ডালিম ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়।

নদীর ধরে ঃ জল সহিষ্ণু, শক্ত মজবুত ও বড় হয় এমন গাছ রোপণ করা উচিত। যেমন — শিমূল, ছাতিম, পিটালি, বেত, বাঁশ , মুর্তা মান্দার, জারুল, হিজল, কদম ইত্যাদি।

বিলে লাগানোর গাছ ঃ বিল এলাকা যেখানে বছরে দু তিন মাস জল জমে থাকে সেখানে হিজল, করচ, বিয়্রস, পিটালি, জারুল, মান্দার, বরুণ, পলাশ, কদম , চালতা, পুতিজাম, ঢেপাজাম, রয়না বা পিতরাজ, অর্জুন ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়।

চরে লাগানোর গাছ ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে নতুন জেগে ওঠা চরে কেওড়া, বাইন, কাঁকড়া, গরান, গোলপাতা গাছ লাগানো যায়। তবে উপকূলে যেসব চর একটু উঁচু ও স্বাভাবিক জোয়ারের জল ওঠা না যেসব চলে বাবলা, ঝাউ, সনবলই, সাদা কড়ই, কালোকড়ই, জারুল বেইনট্রি ইত্যাদি লাগানো যায়। তবে উপকূলে যেসব চর একটু উঁচু ও স্বাভাবিক জোয়ারের জল ওঠা না সেসব চলে বাবলা, ঝাউ, সনবলই , সাদা কড়ই, কালো কড়ই, জারুল রেইনট্রি ইত্যাদি লাগানো যায়। উপকূল ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে নদীর বুকে জেগে ওঠা চড়ে ঝাউ, লোনাঝাউ, পিটালি, করচ, জলবিয়াস লাগানো যেতে পারে।

উপকূলীয় অঞ্চলে ঃ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে, হাল্কা পাতাবিশিষ্ট গাছ যেমন --- সুন্দরী, ছৈলা গরান, গেওয়া, গোলপাতা, মান্দার, কড়াই বাবলা, নারিকেল ইত্যাদি গাছ রোপণ করা উচিত।

উঁচু পাহাড় ঃ বর্তমানে দেশের অনেক পাহাড়ি জমিতে কমলালেবুসহ বিভিন্নপ্রজাতির লেবু, লিচু, আম , পেয়ারা, গোল মরিচ, আদা, আনারসের সফল বিস্তার ঘটেছে। এছাড়াও তেলসুর, চাপালিশ, চিকরাশি, শিলকড়াই, গর্জন, গামার, সেগুন, ইপিইপিল, বাঁশ, কাজুবাদাম প্রভৃতি কাঠের চাহিদা মেটাতে সহায়ক।

যেসব খাবার শিশুর জন্য ক্ষতিকর

ঘরের তৈরি খাবা শিশুদের জন্য সবচেয়ে ভালো। বাইরের কিনে আনা খাবার শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। জানেন কী, বাইরের খবার খেয়ে আপনার শিশুর বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয় তেমনি সার্বিকভাবে আপনার শিশুর স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে। তাই শিশুকে বাইরের খাবার খাওয়াবেন না। আসুন জেনে নেই যেসব খাবার শিশুদের খাওয়াবেন না।

প্রিজারভেটিভ যুক্ত খাবার

সব ধরনের বেকড খাবার, ভাজাপোড়া, চিপস ও প্যাস্ট্রিস মধ্যে রাসায়নিক থাকে এবং শিশুরা এইসব খাবার খেতে ভালোবাসে। এই ধরনের খাবারে নানা রকম প্রিজাভেটিভ থাকে, যেমন সালফাইট, সোডিয়াম বেনজয়েট নাইট্রেট ও পটাশিয়াম সরবেট ইত্যাদি। এইসব প্রিজারভেটিভ শিশুর কিডনি ও লিভারের ক্ষতি ছাড়াও অ্যালার্জি এবং বমির জন্য দায়ী।

কৃত্রিম সুইটেনার

কৃত্রিম সুইটেনারযুক্ত খাবারও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য খুব ক্ষতিকর। সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে যে এইসব প্রাকৃতিক সুইটেনার খেলে ওজন কমবে ও এগুলো শর্করার স্বাস্থ্যসম্মত বিকল্প। কিন্তু আদতে এইসব খাবার খেলে মাথাঘোরা, মাথাব্যথা, অন্ধত্ব, স্মৃতি লোপ পাওয়া ও ক্লান্তিতে ভোগার মতো লক্ষ্মণগুলো দেখা যায়।

সোডিয়াম নাইট্রেট

এই রাসায়নিক উপাদানটি হ্যাম, বেকন ও হট ডগের সাথে যোগ করা হয়, যা খাবারে লালচে আভা দেয়। এইসব খাবার নিয়মিত খেলে মাথা যন্ত্রণা হবার পাশাপাশি মাথা ঝিমঝিম করে, বমি হয় এবং গা গোলায়।

রঙচঙে খাবার

রঙচঙে খাবার সবসময়ে শিশুদের প্রলুব্দ করে, কিন্তু এটা তাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকারক। বেকড জিনিস, সফট পানীয় ও ক্যান্ডির মধ্যে নীল রঙ ও সাইট্রাস লাল পাওয়া যায় যা থেকে ক্যানসার হতে পারে। শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যতটা সম্ভব তরতাজা খাবার খাওয়ানোর চেষ্টা করুন।

স্ট্রোকের ৫ লক্ষণ

প্রতিদিন আপনার শরীরে এমন কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায় যেগুলো আসলে অদূর ভবিষ্যতে স্ট্রোক হওয়ার পূর্বলক্ষ্মণ। স্ট্রোকের কারণে প্রতি বছর অনেক মানুষ মারা যায় এবং অনেকের প্যারালাইসিস আবার কেউবা মারা যায় স্ট্রোকজনিত মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে। তবে আপনি যদি বুঝতে পারেন আপনার স্ট্রোক হতে পারে তবে আগে থেকেই সতর্ক থাকতে পারেন।

আসুন জেনে নেই স্ট্রোকের ৫ লক্ষ্ম

চোখে কম দেখা

দেখার সমস্যা যেমন একটা জিনিসকে দুইটা দেখা, চোখে কম দেখা এই লক্ষ্মণগুলো অনেকে এড়িয়ে যান ক্লান্তি কিংবা বয়সের দোহাই দিয়ে। ডাক্তাররা বলেন, এগুলো স্ট্রোকের পূর্বলক্ষণ হতে পারে।

হাত অবশ

ঘুম থেকে হাত অবশ লাগে। প্রাথমিকভাবে আমরা ভাবি উল্টোভাবে শুয়ে থাকার কারণে এরকম ঘটে থাকে। এটা অনেকাংশে সত্যি। তবে এই হঠাৎ হাত অবশ হয়ে যাওয়া স্ট্রোক হওয়ার ইঙ্গিতও দিতে পারে।

কথা জড়িয়ে গেলে

কথা জড়িয়ে গেলে আমরা বলি, অনেকগুলো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেয়েছি এজন্য এরকম হচ্ছে। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এরকম হতেই পারে। যদি তা নয়, তাহলে কথা জড়িয়ে যাওয়া স্ট্রোকের একটি পূর্বলক্ষণ। এর পাশাপাশি মুখটা যদি হালকা বেঁকে যায় তাহলে অবহেলা না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

হঠাৎ শরীর কাঁপতে শুরু করলে

হঠাৎ করে শরীর কাঁপতে শুরু করলে ঠিকভাবে হাঁটতে অসুবিধা হলে অথবা আকস্মাৎ চোখে অন্ধকার দেখা এগুলো স্ট্রোকের পূর্বলক্ষ্মণ হতে পারে। তবে অতিরিক্ত মদ্যপান করলেও এই সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে।

বর্ষার মরশুমে গো-খাদ্য সংরক্ষণ

ভিজা খড় ও কাঁচা ঘাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বর্ষাকালে কাঁচা ও ভিজা খড় সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ গরুর প্রধান খাদ্য হল খড়। বর্ষাকালে ইরি বোরো ও আউশ ধানের খড় বেশিরভাগ ভিজে পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ পচনশীল খড় বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ করা হলে গো খাদ্যের চাহিদা অনেকটা পূরণ হতে পারে। ইউরিয়া সহযোগে খড় প্রক্রিয়াজাতকরণেণ পদ্ধতি নিচে বর্ণিত হল।

উপকরণ ঃ প্রতি ১০০ কেজি খড়ের জন্য ১.৫-২.০০ কেজি ইউরিয়াসার এবং আচ্ছাদন দেওয়ার জন্য পলিথিন পেপার।

প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি ঃ প্রথমে জল জমে না এমন একটি উঁচু ও সমতল স্থান বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত উঁচু জায়গাটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এরপর পলিথিনের উপরে খর বিছাতে হবে। এবং ৮-১০ ইঞ্চি করে খড়ের স্তর করার সময় পা দিয়ে খুব চেনপে চেপে খড় রাখতে হবে যাতে খড়ের গাদায় বাতাস না থাকে। খড়ের গাদা তৈরি শেষ হয়ে গেলে পলিথিন দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে বাহির থেকে বাতাস এবং জল প্রবেশ করতে না পারে।

প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোর নিয়ম ঃ ৭-১০ দিন পর গাদা থেকে খড় বের করার পর কিছুক্ষণ ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে তারপর খাওয়াতে হবে। এর ফলে গাদায় উৎপাদিত এমোনিয়া গ্যাস বের হয়ে যায়। এ খড়ের সঙ্গে শতকরা ৪০ ভাগ হারে সাধারণ শুকনা খড় মিশিয়ে খঅওয়ালে এমোনিয়াজনিত কোন বিষক্রিয়া হবার সম্ভাবনা থাকে না।

লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ ঃ এই খড়ের গাদা প্রয়োজনে ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনের সময় গরুকে খাওয়ানো যায়, ভিজা খড় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যদি খড়ে বেশি জল থাকে তবে কিছুক্ষণ উঁচু জায়গায় রাখলে জল কমে যাবে অথবা এই খড়ের সঙ্গে স্তরে স্তরে শুকনা খড় মিশানো উচিত। খড়ের গাদা ঢাকার জন্য ছেঁড়া বা ফাটা পলিথিন ব্যবহার করা যাবে না। গাদা এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে যাতে এর ভেতর বাতাস বা জল প্রবেশ করতে না পারে।

বর্ষাকালে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ পদ্ধতি ঃ বর্ষাকালে দুর্বা, বাকসা, আরাইল, সেচি, দল, শস্য ক্ষেতের আগাছা ইত্যাদি জাতীয় কাঁচা ঘাস প্রচুর পাওয়া যায় অথবা জমিতে চাষ করা নেপিয়ার, পারা, ভুট্টার, গম, ওট ইত্যাদি খুব সহজেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাইলেজ করে ১ বছর পর্যন্ত পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। ১০০ ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ২.৫-৩.০ মেট্রিক টন ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।

উপকরণ ঃ ১০০ কেজি কাঁচা ঘাসের জন্য ৩-৪ কেজি চিট গুড়, চিটা গুড়ের সমপরিমাণ জল, শুকনা খড় ও পলিথিন কভার।

সাইলেজ প্রস্তুতের পদ্ধতি ঃ প্রথমে জল জমে না এমন একটি উঁচু স্থান নির্বাচন করতে হবে। সেখানে এমনভাবে একটি গর্ত খুঁড়তে হবে যাতে গর্তের নিচের অংশ পাতিলের তলার মতো অথবা ইংরেজি বর্ণমালার ইউ এর আকৃতি হয় যাতে সেখানে কোন কৌণিক অংশ না থাকে। এরপর গর্তের মাটিতে পুরু করে শুকনো খড় বিছিয়ে দিতে হবে। এবার গর্তে পরতে পরতে সবুজ ঘাস ও শুকনো খড় বিছিয়ে দিতে হবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি সবুজ ঘাস ও ১৫ কেজি শুকনো খড় থাকবে)। প্রতি পরতে পরিমাণ মতো চিটগুড় জলেগুলে ঘাসের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে (৯-১২ কেজি চিটা গুড় ও ৮-১০ কেজি জল)। মাঝে মাঝে ঘাসের স্তরের উপর পা দিয়ে চাপ দিতে হবে যাত ভেতরে বাতাস না থাকতে পারে। ঘাসে জলের পরিমাণ বেশি হলে স্তরের মাঝে শুকনা খড় দিতে হবে। ফলে খড় অতিরিক্ত জল শুষে নেবে। এইভাবে স্তরে স্তরে ঘাস সাজিয়ে মাটির উপরে কোমর সমান উঁচু করতে হবে। সবেশেষে শুকনা খড় দিয়ে পুরুষ করে আস্তরণ দ্বারা পলিথিন দিয়ে ভালভাবে ঘাসের গাদা ঢেকে দিতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয় ঃ এই ঘাসের গাদা ১ বছরপর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কিছুদিন পর গাসের রং বিবর্ণ হলেও তা খাওয়ানোর উপযোগী থাকে। চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে জল কম করে মেশাতে হবে।

ভুট্টার গাছ সংরক্ষণ ও আপদকালীন খাদ্য সরবরাহ ঃ বর্ষাকালে ভুট্টা সংগ্রহ করার পর ভুট্টার গাছশুকিয়ে দাদিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে বস্তোয় বেঁধে রেখে দিলে বর্ষা বা বন্যার সময় আপদকালে গরুকে খাওয়ানো যায়। ভুট্টা গাছের টুকরো জলে ভিজিয়ে চিটাগুড় দিয়ে মাখিয়ে দিলে গরু খায়।

শুকনো খড় সংরক্ষণ ঃ শুকনো খড়ের সতূপে খড়ের গুণগত মান ভাল আছে কি না তা মাঝে মধ্যে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতেহয়। কারণ, সতুপ (পালা) তৈরির সময় কোন ত্রুটি থাকলে বর্ষাকালে সতূপের ভেতরে জল ঢুকে খড় পচে যেতে পারে। ওই পচা খড় গরুকে খাওয়ালে বিষক্রিয়া বা ডায়রিয়া হতে পারে।

ভূমি ও কূড়া সংরক্ষণ ঃ বর্ষাকালে ভূষি ও চালের কুড়ার বস্তার মুখ খুব ভাল করে বেঁধে ঘরের মাচার উপরে রাখতে হবে। দানাদার খাদ্যের স্তা কখনও মাটিতে রাখা যাবে না । অবশ্যই মাচার উপর শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে তা না হলেএতে ছত্রাক জন্মাবে। এ জাতীয় খাদ্য খেলে গবাদিপশু বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্ত কারণে গবাদি পশুকে খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে। গবাদিপশুর উৎপাদনও দৈহিক ওজন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যথারীতি সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি।

এছাড়াও গর্ভবতী গাভীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান গবাদিপশু সহজে বিশেষ করে পুষ্টিহীনতা, পেটের পীড়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয় না। এজন্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে গো খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

রক্ত দেয়ার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। পরিবারের সদস্য বা বন্ধু বান্ধব কারো রক্তের প্রয়োজন হলে আমরা অনেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত বাড়িয়ে দেই। তবে মনে রাখবেন শুধু রক্ত দিলেই চলবে না। রক্ত দেয়ার আগে ও পরে রক্তদাতাকে বেশ কিছু ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। আসুন জেনে নেই রক্ত দেয়ার আগে ও পরে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন।

রক্ত দেয়ার আগে

তরল খাবার

রক্ত দেয়ার আগে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিন কিন্তু তৈলাক্ত কিছু খাবেন না। রক্তদানের অগে প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে।

ঘুমিয়ে নেবেন

যেদিন রক্ত দেবেন তার আগের রাতে অনেকটা সময় ভালো করে ঘুমিয়ে নেবেন। রক্ত দেয়ার দুইদিনের মধ্যে মাথা ব্যথার কোনও ওষুধ খাবেন না।

আন শুনতে পারেন

গান শুনতে পারেন অথবা আপনার আশেপাশে থাকা অন্যান্য ডোনারদের সাথে কথা বলতে পারেন। এমন একটি শার্ট পড়ুন যেটার হাতা কনুইয়ের উপর ওঠানো যায়। সবচেয়ে ভালো হয় টি শার্ট পড়লে। রক্ত দেয়ার সময় কোনও চাপ অনুভব করা যাবে না।

রক্ত দেয়ার পরে

অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়

যেদিন রক্ত দেবেন ওইদিন ভারী কোনও জিনিস বহন করবেন না। রক্ত দেয়ার পর চার গ্লাস জল খান এবং পরবর্তী ২৪ ঘন্টা অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় গ্রহণ করবেন না।

চুলকানি

আপনার হাতের যে জায়গায় ব্যান্ডেজ লাগানো থাকে ওইটা অন্তত কয়েক ঘন্টা রাখুন। ব্যান্ডেজ খুলে সাবান ও জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন। নইলে চুলকানি হতে পারে।

মাথা ঘোরা

রক্ত দেয়ার পরপর হঠাৎ করে দাঁড়ালে অনেকের মাথা ঘোরাতে পারে এবং দুর্বল লাগতে পারে। এরকম হলে একটু শুয়ে থাকুন। একটু ভালো লাগলে আবার উঠে দাঁড়ান।

আয়রন, ফোলাইট

আয়রন, ফোলাইট, রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন বি ৬ সমৃদ্ধ খাবার যেমন লাল মাংস, মাছ ডিম, কিশমিশ, কলা ইত্যাদি খাবার বেশি করে খাবেন। এসব খাবার আপনার রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে।

শারীরিক পরিশ্রমের

প্রচুর পরিমাণে জল ও জল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন। এই ব্যাপারে মোটেও অবহেলা করবেন না। কয়েক ঘন্টার জন্য শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করা থেকে বিরত থাকুন এবং বেশ কিছুদিন সাধারণ সময়ের তুলনায় একটু কম পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিন।

তিন মাস পর

রক্তদানের তিন মাস পর নতুন করে রক্ত দিতে পারবেন। এর আগে কোনোভাবেই পুনরায় রক্ত দেবেন না।

দেশে মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প।

আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা।

রবিবার ইউথ রেডক্রসের অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল কপ্তান সিং সোলাঙ্কি। ছবি- নিজস্ব।

তীব্র দাবদাহ : প্রচন্ড গরমে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু ভোটারের

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স): প্রচন্ড গরমে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু হল এক ভোটারের। ঘটনাটি ঘটেছে যাদবপুর লোকসভার অন্তর্গত সোনারপুরের রানিয়া কাস্ট পাড়ায়। মৃতের নাম অধীর মণ্ডল।

বয়স তাঁর ৫৫। প্রবল গরমে ভোটের লাইনে তিনি অচৈতন্য হয়ে যান। স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, যাদবপুর লোকসভার অন্তর্গত সোনারপুরের রানিয়া কাস্ট পাড়ার একটি বুথে ভোট দিতে এসেছিলেন অধীর মণ্ডল নামে একজন পৌঢ়। আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আবহাওয়ার তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পারদ চড়েছে সপ্তম দফার ভোটেও। উত্তর কলকাতার কাশীপুর, বেলগাছিয়া, পাইকপাড়া-সহ বিভিন্ন অঞ্চলে সিপিএম এজেন্টদের বার করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদে সকালেই আরজিকর হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভে বসে পড়েন বাম প্রার্থী কনীনিকা ঘোষ। ৯ লোকসভা আসনের একাধিক জায়গা থেকে ভোটযন্ত্র বিকল হওয়ার খবর এসেছে। ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর, বারাসত, দমদম, বসিরহাটের বহু বুথে ভোট যন্ত্র খারাপ হয়ে যায়।

বেশ কিছু বুথে সকাল নটা পর্যন্ত ভোট চালু যায় নি বলে জানা গেছে।

সল্টলেকের বিএল ব্লক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুথে লোডশেডিং-এর কারণে বেশ কিছুক্ষণ থমকে থাকে ভোটগ্রহণ। রাজারহাটে বিজেপির ক্যাম্প অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মিনাখা, সন্দেশখালি, হাড়োয়ায় বিজেপি এজেন্টদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে শাসক দলের বিরুদ্ধে।

বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী সায়ন্তন বসু বলেন, 'বেশ কিছু জায়গায় তৃণমূল গুণ্ডামী করছে। তবে মানুষের প্রতিরোধের সামনে পিছু হঠতে হচ্ছে শাসকের ভাড়াটে বাহিনীকে'। ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত সাতগাছিয়া, ফলতায়, একাধিক বুথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পার অভিযোগ তুলেছে সিপিএম। দলের প্রার্থী ফুয়াদ হালিম ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানিয়েছেন।

ভাল-মন্দে মেশানো 'শান্ত কেন্দ্রের' ভোটারদের প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.) : নির্বাচন কমিশনের দাবি, এখনও পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ। কিন্তু শান্ত ভোটকেন্দ্রগুলির ভোটাররা কী বলছেন? তাঁদের অভিজ্ঞতা কী রকম? কতক্ষণ লাগল ভোট দিতে? দ্রুত ভোট দিতে পেরে অবশ্য অধিকাংশ ভোটাররাই খুশি। এই প্রতিবেদক রবিবার সকালে ভোট দিতে যান যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অধীন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গণে। প্রতিটি পার্টেই দীর্ঘ লাইন। ২২৪ নম্বর পার্টের লাইনে সকাল সাড়ে আটটায় দাঁড়াই। পাক্কা দেড় ঘন্টা লাগল। পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না।

টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, "৯৭ নম্বর ওয়ার্ডে মিলনগড় বালিকা বিদ্যালয়ের পার্ট নম্বর ৮৫-তে আধ ঘন্টা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছি।" বেহালার বিশ্বনাথ বসু জানান, "বাড়ির কাছেই আর্য বিদ্যামন্দির স্কুলে সকালে যাই। ১০ মিনিটেই ভোট দিতে পেরেছি।" কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্থানীয় বিজেপি নেত্রী মিতালি সাহা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "জগৎবন্ধু ইন্সটিটুশনে ২০৫ নম্বর পার্টে এক নম্বর ঘরে আমার ভোট ছিল। সকাল সাড়ে ন'টায় গেলাম। ১৫ মিনিটে ভোট হয়ে গেল ন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ব্যাবস্থা, কোনও গণ্ডগোল নেই, খুব খুশি হয়েছি।"যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৈনাক শিকদার সকাল সওয়া দশটা নাগাদ ভোট দিতে যান কসবায় রাম নারায়ণ স্কুলে। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, "২২১ পার্টে বড় লাইন থাকলেও আমার ২২২ নম্বর পার্টের লাইনে মাত্র ২-৪ জন ভোটদাতা ছিলেন। প্রিজাইডিং অফিসাররা ছিলেন মহিলা। কেন্দ্রীয় জওয়ানদের দেখলাম উদ্বেগহীন মুখে মোবাইল ঘাঁটছেন।" দক্ষিণ কলকাতার কালিকাপুরের বাসিন্দা যাদবপুর কেন্দ্রের ভোটদাতা সঙ্গীতশিল্পী শম্ভু ভুঁইয়া ভোট দিতে যান সাড়ে এগারোটা নাগাদ। বাড়ির পাশেই অক্সফোর্ড স্কুলে। তিনি জানান, ১০ মিনিট লাইনে দাঁড়াতে লেগেছিল। একটি নামী দৈনিকের সাংবাদিক আর্যভট্ট খান ভোট দিতে যান বাড়ির পাশেই ভিআইপি রোডে হজ ভবনে। সাড়ে ছ'টা নাগাদ। তিনি বলেন, "লাইনে ছিলেম প্রথম। সমস্যা হয়নি।"বিশিষ্ট অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ও শল্যবিদ ইন্দ্রজিৎ সর্দার ভোট দিতে গিয়ে তাঁর নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি জানিয়েছেন ফেসবুকে। তাঁর বক্তব্য, ৩৯ মিনিট রোদে লাইনে দাঁড়ালাম। এরপর শুনলাম প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পৃথক লাইন হয়েছে। সেখানে আরও ১৫ মিনিট বাদে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলাম। আমার ছেলেকে দীর্ঘ সময় দাঁড়াতে হয়েছিল।"ভোটযন্ত্র বিকল। অগত্যা ফিরে এলাম। এ ভাবেই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন একটি নামী পত্রিকার সাংবাদিক শ্রেয়সী মজুমদার। তিনি এই প্রতিবেদককে পরে বলেন, "আমি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার। বেলা ১১টা নাগাদ এই অভিজ্ঞতা হয়েছে রানিকুঠীর ভোটকেন্দ্রে।"

বিখ্যাত স্থপতি তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডিজি দীপঙ্কর সিংহ 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমার ভোট ছিল দমদম সেন্ট মেরিজ স্কুলে। দমদমের ১১৪ কেন্দ্রের ২৩৬ পার্টের বুথে। সকাল ৭টা ১০-এ গিয়ে দেখলাম প্রচুর মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে। ওখানে সম্ভবত ৭টি বুথ আছে। দমদম স্টেশনের কাছে এই অঞ্চলে এই স্কুলের ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব সিঁথি এলাকার অন্যান্য বুথগুলিতেও সকাল থেকেই বড় লাইন দেখলাম। প্রতিটি বুথেই সেন্ট্রাল ফোর্সের লোক আছে। তবে পূর্ব সিঁথির এক সিপি(আই)এম কর্মী জানালেন যে এলাকায় আগেই পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। গত রাতে অনেক কর্মীর বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। আর গোলমালের খবর পাইনি।"

পর্যবেক্ষকরা কিছুই বুঝতে পারছেন না রবীন দেব

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স) : পর্যবেক্ষক প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন সিপিআই(এম) নেতা রবীন দেব।

পর্যবেক্ষকরা কিছুই বুঝতে পারছেন না বলে রবিবার দাবি করেছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির এই সদস্য। তার মতে, 'পর্যবেক্ষকরা এসেছেন বাইরে থেকে। বিশেষ পর্যবেক্ষক এবং পুলিশ পর্যবেক্ষকও বাইরে থেকে এসেছেন। তাই তারা বাস্তবটা বুঝতে পারছেন না। কলকাতায় বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি কিভাবে সম্ভব' ?

লোকসভার সপ্তম দফার নির্বাচনে বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে কমিশন ১৪৪ ধারা জারি করেছে কমিশন। রাজ্যের বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে এ কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে, ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করা হলে নেওয়া হবে কড়া আইনি পদক্ষেপ। সপ্তম দফার ভোট নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতেই এমন ব্যবস্থা বলে কমিশন সূত্রে খবর।

সাধারণত বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে থাকে ১৪৪ ধারা। যদিও তা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। চলতি লোকসভা নির্বাচনেও এই নিয়ম মেনে চলা হয়েছে। কিন্তু সপ্তম দফায় বেনজির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুথের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে, অর্থাৎ সেখানে একসঙ্গে পাঁচজন বা তার বেশি লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তা ছাড়া বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে অস্ত্র নিয়ে ঢোকা যাবে না। বিবেক দুবের হুঁশিয়ারি, এই নিয়ম না মানা হলে নেওয়া হবে কড়া আইনি পদক্ষেপ। নিয়ম বলছে সে ক্ষেত্রে ১৪৪ ধারায় মামলা করা হতে পারে এবং সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। কমিশনের এই সিদ্ধান্তেরই বিরোধিতা করছে বাম দলগুলো।

এক বছর আগে ছিনতাইয়ের ঘটনায় হলিদায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ

হলদিয়া, ১৯ মে (হি.স.) : এক বছর আগে হলদিয়ার দূর্গা চকে শেখ মুস্তাফা নামে এক ব্যক্তির থেকে চার লক্ষ টাকা ছিনতাই করে পালিয়েছিল এক দুষ্কৃতী। প্রায় এক বছর বাদে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

রবিবার সকালে হলদিয়ার মঞ্জুশ্রী এলাকা থেকে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম আউল আহমেদ। ধৃতের বাড়ি ওডিশায়। দূর্গা চক থানার ওসি বিপ্লব হালদার জানিয়েছে, গত বছর জুন মাসে শেখ মুস্তফা নামের এক বাসিন্দা হলদিয়া মঞ্জুশ্রীতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। ওই ব্যাংক থেকে চার লক্ষ টাকা তুলে মোটর বাইকের বাক্সে রেখেছিলেন। পরে নির্মীয়মান বহুতলের কাছে মোটরবাইকটি রেখে কাছেই কাজের জন্য গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন মোটর বাইকের বাক্স ভেঙে সব টাকা ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।এই ঘটনায় দূর্গা চক থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন কুকড়াহাটি বাসিন্দা মুস্তাফাবাবু। ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও অভিযুক্তের হদিশ পেতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তদন্তকারীরা।

গত মঙ্গলবার থেকে তমলুক শহরে অভিযুক্ত আস্তানা গেড়েছিল বলেই বিশেষ সূত্রে জানতে পারে পুলিশ। তখন থেকেই অভিযুক্তের গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলো তারা। এরপর রবিবার দূর্গা চক থানার পুলিশ বাহিনী ওসি বিপ্লব হালদারের নেতৃত্বে তমলুক শহরের হানা দেয়। সেখান থেকে তাকে ধরে ফেলে। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত আউল ওই টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ স্বীকার করে নেয় বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করে পুলিশ। এদিকে ধৃত কে দুপুরে হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতের কাছ থেকে অন্যান্য ছিনতাইয়ের তথ্য জানার জন্য তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। সেই মতো বিচারক ধৃতকে পাঁচ দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেন।

গণতন্ত্রের উতব হল নির্বাচন, এবারের ভোটে জনগণের অংশগ্রহণ প্রশংসনীয় যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৯ মে (হি.স.): গণতন্ত্রের উতব হল নির্বাচনঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়ঊ রবিবার অন্তিম দফার ভোটগ্রহণের দিন এমনই মন্তব্য করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ একইসঙ্গে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, বিগত ছ'দফার ভোটে উত্তর প্রদেশের কোথাও অশান্তি ও হিংসা হয়নি, পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীতঊ

উনিশের লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফায় উত্তর প্রদেশের মোট ১৩টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ সপ্তম দফায় উত্তর প্রদেশের মহারাজগঞ্জ, গোরক্ষপুর, কুশিনগর, দেউরিয়া, বনসগাঁও, ঘোসি, সালেমপুর, বালিয়া, গাজিপুর, চান্দৌলি, বারাণসী, মির্জাপুর এবং রবার্টসগঞ্জ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছেঊ উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে এবার বিজেপির সম্মানের লড়াইঊ এদিন সকাল সকাল গোরক্ষপুরের ২৪৬ নম্বর পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথঊ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'গণতন্ত্রের উতব হল নির্বাচনঊ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ সত্যিই প্রশংসনীয়ঊ' উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'বিগত ছ'দফার ভোটে উত্তর প্রদেশের কোথাও অশান্তি ও হিংসা হয়নি, পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত।

যাদবপুরে তুমুল উত্তেজনা : প্রহৃত বিজেপির মণ্ডল সভাপতি : গাড়ি ভাঙচুর

যাদবপুর, ১৯ মে (হি.স.): শেষ দফার ভোটগ্রহণকে ঘিরে উত্তেজনা মহানগরীর উপকণ্ঠ যাদবপুরঊ যাদবপুরে প্রহৃত হলেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র একজন মণ্ডল সভাপতিঊ এছাড়াও বিজেপি মণ্ডল সভাপতির গাড়িতে হামলাও চালানো হয়, গাড়িতে ভাঙচুর করার পাশাপাশি চালককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরার অভিযোগ, 'বিজেপির মণ্ডল সভাপতিকে মারধর করেছে তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারাঊ গাড়ি ভাঙচুর করা হয়, চালককেও মারধর করা হয়ঊ আমরা ৩ জন পোলিং এজেন্টকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিঊ' বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরা আরও অভিযোগ করেছেন, '৫২ নম্বর বুথে রিগিংয়ের চেষ্টা করেছিল তৃণমূলের গুণ্ডারা। মানুষ বিজেপিকে ভোট দিতে উদগ্রীব, কিন্তু তৃণমূলের গুণ্ডারা মানুষকে ভোট দিতে বাধা দিচ্ছে।

শেষ দফার ভোটে গরম একটু বেশিই পড়েছেঊ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে আরও খারাপ অবস্থা ভোটারদেরঊ আর এই গরমকেই কাজে লাগিয়েছে তৃণমূলঊ যাদবপুরের ১৫০/১৩৭ নম্বর পোলিং বুথে অনুপম হাজরা জানিয়েছেন, 'মহিলা তৃণমূল কর্মীরা মুখ ঢেকে প্রক্সি ভোট দিচ্ছে, তাঁদের পরিচয় জানা কঠিন হয়ে পড়ছেঊ আমরা যখন সরব হলাম, তখন তাঁরা পোলিং বুথে হাঙ্গামা করল।

উল্লেখ্য, যাদবপুর লোকসভা আসনে এবার ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছেঊ যাদবপুর লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী হলেন মিমি চক্রবর্তী, বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরা এবং বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই তৃণমূলের, দাবি চন্দ্রকুমার বসু

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স) : সপ্তম দফার ভোট শুরু হতেই অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত কলকাতা জুড়ে ঊ চলে দেদার বোমাবাজিও ঊ রবিবার এই ঘটনাগুলোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেন দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রকুমার বসু। এদিন তৃণমূলকে বিদ্ধ করে তিনি বলেন, "জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই তৃণমূলের ঊ"শেষ দফার ভোট শুরু হতেই বিক্ষিপ্ত অশান্তি শুরু হয় সমস্ত কলকাতা জুড়ে ঊ রবীন্দ্রসরণী সহ গিরিশপার্কে চলে বোমাবাজি ঊ এ ছাড়া লোহাপুলে বিজেপির এজেন্টকে মেরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ঊ এমনকি পার্ক সার্কাস ৪ নম্বর ব্রিজের কাছে বিআর আম্বেদকর স্কুল বুথে রাহুল সিনহা গেলে 'গো-ব্যাক' স্লোগান দেয় বিরোধীপক্ষরা ঊ তাকে লক্ষ করে ছোঁড়া হয় ইট ঊ এদিন এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করেন চন্দ্রকুমার বসু ঊ

এদিন চন্দ্রকুমার বসু বলেন, চারিদিকে যা ঘটছে তা থেকে এটা স্পষ্ট, জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও পার্থক্য নেই। এরপরেই বিজেপির এজেন্টকে বুথ থেকে মেরে বের করে দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গতরাতে আমি আমাদের অনেক কর্মীদের থেকে ফোন পেয়েছিলাম। তাদেরকে তৃণমূলের জিহাদি ব্রিগেড হুমকি দিয়েছিল। এমনকি বিজেপির এজেন্ট হয়ে বুথে বসলে তাদেরকে খুন করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।" এদিন লোহাপুলে বিজেপির এজেন্টকে মেরে বের করে দেওয়ার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন তিনি।

বেঙ্গালুরুতে কংগ্রেস বিধায়কের বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণে মৃত্যু পরিচারকের, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

বেঙ্গালুরু, ১৯ মে (হি.স.): কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর ভ্যালিকাভাল এলাকায় কংগ্রেস বিধায়কের বাড়ির বাইরে জোরালো বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন বিধায়কের বাড়ির পরিচারকঊ রবিবার সকাল ৯.২০ মিনিট নাগাদ বেঙ্গালুরুর ভ্যালিকাভাল এলাকায় রাজারাজেশ্বীর নগরের কংগ্রেস বিধায়ক মুনিরত্নার বাড়ির জোরালো বিস্ফোরণ হয়ঊ জোরালো বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন বিধায়কের বাড়ির পরিচারকঊ মৃতের নাম হল-ভেঙ্কটেশঊ তিনি মুনিরত্নার বাড়ির পরিচারক ছিলেনঊ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সকাল তখন ৯.২০ মিনিট নাগাদ ভ্যালিকাভাল এলাকায় কংগ্রেস বিধায়কের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন ভেঙ্কটেশঊ ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনিঊ আচমকাই জোরালো শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকাঊ বিস্ফোরণের পরই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভেঙ্কটেশকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশের কমিশনার টি সুশীল কুমার জানিয়েছেন, সকাল ৯.২০ মিনিট নাগাদ বিধায়কের বাড়ির বাইরে বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ভেঙ্কটেশ নামে একজন ব্যক্তিরঊ ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছেনঊ তদন্ত শুরু হয়েছে।

উইন্ডোস্ক্রিন ভাঙায় বিপত্তি : চিত্রগ্রাহককে বেধড়ক প্রহার তেজপ্রতাপের রক্ষীর, এফআইআর দায়ের

পাটনা, ১৯ মে (হি.স.): ছবি তোলার সময় ভুলবশত গাড়ির উইন্ডোস্ক্রিনে ধাক্কা লেগে বিপত্তি। ভেঙে যায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের ছেলে তেজপ্রতাপ যাদবের গাড়ির উইন্ডোস্ক্রিনঊ শুধুমাত্র এই কারণে একজন চিত্রগ্রাহককে বেধড়ক মারধর করলেন তেজপ্রতাপের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীঊ রবিবার লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায় পাটনার একটি বুথে ভোট দিতে এসেছিলেন তেজপ্রতাপ যাদবঊ ভোট দেওয়ার পর গাড়িতে চেপে ফিরে যাচ্ছিলেন তেজপ্রতাপঊ আচমকাই সাংবাদিকদের হুড়োমুড়িতে তেজপ্রতাপের গাড়ির উইন্ডোস্ক্রিন ভেঙে যায়ঊ তখনই গাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদকর্মী এবং পুলিশের সামনেই একজন চিত্রগ্রাহককে বেধড়ক মারধর করেন তেজপ্রতাপের ব্যক্তিগত রক্ষীঊ তেজপ্রতাপের অভিযোগ, তাঁর গাড়ির উইন্ডোস্ক্রিনে আঘাত করেন ওই চিত্রগ্রাহকঊ এই ঘটনায় এফআইআর রুজু করেছেন তেজপ্রতাপ।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীকে 'নির্দোষ' দাবি তেজপ্রতাপ নিজেই জানিয়েছেন, 'আমার বাউন্সার কিছুই করেননি। ভোট দেওয়ার পর আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একজন চিত্রগ্রাহক আমার গাড়ির উইন্ডোস্ক্রিনে আঘাত করেনঊ এই ঘটনায় আমি এফআইআর দায়ের করেছিঊ আমার মেরে ফেলার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে।

কুলতলিতে ভোটারদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কুলতলি, ১৯ মে (হি.স) : ভোট দিতে গিয়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন কয়েকজন ভোটার। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার অন্তর্গত মেরিগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর বুথে। ঘটনায় তিন মহিলা সহ মোট ৭ জন ভোটার গুরুতর জখম হয়েছেন।

রবিবার শেষ দফার ভোটের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলতলি বিধানসভার ১৩ নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়েছিলেন ভোটাররা। অভিযোগ সেই সময় একদল দুষ্কৃতী ভোটারদের উপর হামলা চালায়। লাঠি রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় ভোটারদের। ঘটনায় তিন মহিলা সহ মোট ৭ জন গুরুতর জখম হন। দুষ্কৃতীরা সকলেই তৃণমূল আশ্রিত বলে অভিযোগ আক্রান্তদের। তারা বিজেপি সমর্থক বলেই তাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তারা। ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় তাদেরকে স্থানীয় বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বিশেষ দল ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও এই ঘটনায় কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি।

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

বিচারাধীন মামলার খবর প্রকাশ না করার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের, ক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা

ঢাকা, ১৯ মে(হি.স.) : বাংলাদেশে সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন বিচারাধীন মামলার খবর প্রকাশ না করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অনুরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। সাংবাদিক নেতারা বলেছেন, এ ধরণের অনুরোধ বস্তুনিষ্ঠ এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে। আইনজীবীদেরও অনেকে বলেছেন, খবর প্রকাশ না করার অনুরোধ সাধারণ মানুষেরও অধিকার খর্ব করবে। গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের প্রশাসন শাখা থেকে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিচারাধীন মামলার খবর প্রকাশ থেকে বিরত থাকার জন্য গণমাধ্যমের প্রতি নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়।

বিচারাধীন কোন বিষয়ে খবর পরিবেশন করা যাবে না, সুপ্রিম কোর্টের এমন অনুরোধ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। সরকার সমর্থক সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোসহ সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাংবাদিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব শাবান মাহমুদ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, সেজন্য তারা এর প্রত্যাহার দাবি করেছেন। তিনি বলেন, আমরা মনে করি সাংবাদিকতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা সরকার ঘোষিত তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে এটা সাংঘর্ষিক। এই নির্দেশনার কারণে বস্তুনিষ্ঠ এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে পড়বে বলে আমরা মনে করি। তাই আমরা এই নির্দেশনা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সারা হোসেন বলছিলেন, বিষয়টি সাধারণ মানুষের অধিকারও খর্ব করে। কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া সংবিধানের এই অধিকার খর্ব করা যায় না বলে তিনি মনে করেন। সংবাদমাধ্যমের জন্য এটা অবশ্যই একটা বড় ধরনের হুমকি। প্রত্যেক নাগরিকের জন্যই একটা বড় সমস্যা এবং আমাদের অধিকার লঙ্ঘন। আমাদের সংবিধানের ৩৯-ধারায় পরিষ্কার করে বলা আছে, একদিকে সংবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো, অন্যদিকে প্রত্যেক নাগরিকের বাক-স্বাধীনতার অধিকার অর্থাৎ তথ্য পাওয়ার অধিকার তার মধ্যে সংযুক্ত। এই অধিকারগুলো খর্ব করা কিছু নির্দিষ্ট কারণে, যেগুলো সেই একই ধারা মধ্যে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু আদেশটিতে কোন লক্ষ্য কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, অন্য কোন দেশে এ রকম নির্দেশ আছে কিনা, আমার জানা নাই।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেছেন, যেভাবে অনুরোধ করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তবে সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা রক্ষায় সংবাদমাধ্যমেরও দায়িত্ব থাকে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, পত্রপত্রিকা লিখবে না, এটা শুনতে ভাল লাগে না। যা হচ্ছে, পত্রপত্রিকা তা লিখবে। তবে একটা কথা আমি বলবো, যেভাবে বিভিন্ন পত্রিকা সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে রিপোর্টিং করছে তা ঠিক নয়, সুপ্রিম কোর্টকে ম্যালাইনও করা হচ্ছে। তবে এটাও সত্য, এটা একটু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা উচিত। আমরা দেখছিলাম, প্রচারের জন্য একই ধরণের মামলা নিয়ে তিন-চারটি পক্ষ আসে। মামলা করে তারা সঙ্গে সঙ্গে টিভির সামনে দাঁড়িয়ে যায়। যেন জনগণের উপকার করা উদ্দেশ্য নয় - টিভিতে চেহারা দেখানোটাই উদ্দেশ্য। বিচারাধীন বিষয় নিয়ে খবর পরিবেশন থেকে বিরত থাকার যে অনুরোধ এসেছে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, প্রশাসনিক অর্ডার ইজ অলসো অ্যান অর্ডার অফ দা সুপ্রিম কোর্ট। এটা মানা উচিত।

গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন শাখা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে, ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে কোন কোন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তাদের চ্যানেলে এবং কোনও কোনও প্রিন্ট মিডিয়া তাদের পত্রিকায় বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন/স্ক্রল করছে, যা একেবারেই অনভিপ্রেত। এমতাবস্থায়, বিচারাধীন কোনও বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন/স্ক্রল করা হতে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

সুগার ও অন্যান্য নেশা সামগ্রী ক্রয় করছে। যার ফলে ধ্বংস হয়ে যায় বহু পরিবার। এলাকাবাসীর দাবী আইন যাতে এদের কঠোরতম শাস্তি দেয়। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেন এসডিপিও সৌরভ সেন এবং কৃষ্ণা দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু, সুরজিৎ দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। কারণ সুরজিৎ দেববর্মা পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

যুবতীর

● প্রথম পাতার পর

সাথে তিনি আরও জানান, যেহেতু ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম জেলার উজান অভয়নগর এলাকায়, তাই একটি জিরো এফআইআর নিয়ে মামলাটি সংশ্লিষ্ট এলাকার অভয়নগর পুলিশ ফাঁড়িতে পাঠানো হবে। কারণ ঘটনাস্থলে তদন্ত করবে সংশ্লিষ্ট থানা। মেয়েটির বাড়ি মান্দাই এলাকায়। তাই মান্দাই থানা জিরো এফআইআর নিয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে রাইমাভ্যালির বিধায়ক আইপিএফটি-র ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর পেছনে বিরোধীদের চক্রান্ত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী তিন চারদিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণ-সহ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করবেন।

পালা

● প্রথম পাতার পর

পৌঁছয়নি কোনও সমীক্ষায়। ১৪৮ সর্বোচ্চ, এবিপি-নিয়েলসনের সমীক্ষায়। টাইমস নাও-ভিএমআর-এর সমীক্ষায় সবচেয়ে কম আসন (১০৪টি) পাওয়ার সম্ভাবনা ইউপিএ জোটের।

তবে এর মধ্যেই রয়েছে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক এবং অন্ধ্রের বিরোধী দল জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসের আসনও বাদ দিতে হবে। কারণ এই তিন জন এখনও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেননি। এ ছাড়াও রয়েছে, আরও অনেক ছোট ছোট দল। সেগুলি বাদ দিলে সরকার গঠনের নিরিখে এই জোটের ঝুলিতে আসন সংখ্যা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। কংগ্রেস এই জোটে শামিল হলে অবশ্য অন্য কথা।অর্থাৎ সমীক্ষার ফলাফল মিলে গেলে তো বটেই, বিরাট কোনও হেরফের না হলে আগামী পাঁচ বছর দেশের ভাগ্য নির্ধারণের ভার প্রধানমন্ত্রী মোদী তথা এনডিএ-র উপরই বর্তাচ্ছে বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছে বুথফেরত সমীক্ষা।

মঞ্চ

● প্রথম পাতার পর

নকুল দাসের কথায়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই বাঙালিরা অসমে জীবিকা নির্বাহ নিয়ে সংশয়ে পড়ে যান। তিনি বলেন, ১৯৩১ সালে অসমে বাঙালি জনসংখ্যা ছিল ৩৯ লক্ষ, তা ১৯৫৬ সালে জনগণনায় কমে দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ। তিনি অভিযোগ তুলে বলেন, বর্তমানে এনআরসি-র গ্যাঁড়াকলে ৪০ লক্ষ বাঙালিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নেই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে অসম। এই দাবি করে নকুলবাবু বলেন, প্রয়োজনের তাগিদেই মেঘালয়, মিজোরাম সৃষ্টি হয়েছে। জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন রাজ্যকে ভাগ করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। একইভাবে, বাঙালিরা যেভাবে অসমে নির্যাতিত, তাতে জাতির স্বার্থে আবারও আলাদা রাজ্য গঠন করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

জরুরী পরিষেবা

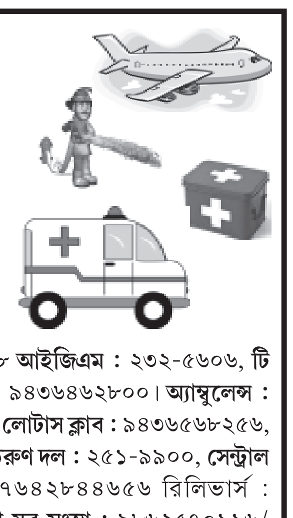

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এদিকে শঙ্করের দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

প্রয়াত

● প্রথম পাতার পর

দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা এবং বিশিষ্টজনেরা। মৃত্যুকালে কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

রোমহর্ষক এই হত্যা মামলা ঘিরে নেতাজী চৌমুহনী এলাকার জনগণও ক্ষোভে ফুঁসছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

ভবিষ্যতে দেশ উপকৃত হবে। রাজ্যপালের দাবি, একটি শিশু যত শ্রেষ্ঠ হবে দেশ তত এগিয়ে যাবে।

এদিন তিনি রেড ক্রস সোসাইটিকেও মনে করিয়ে দেন, সেবামূলক মানসিকতা থেকে আপনাদেরও সরে গেলে চলবে না। তাঁর কথায়, রেড ক্রস সোসাইটির প্রাথমিকতা হল সেবা। সেক্ষেত্রে মানবসেবায় নিরপেক্ষতা থাকা খুবই জরুরি। তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, যখনই মানব সেবার সুযোগ আসবে তখনই ঝাপিয়ে পড়ুন। পাশাপাশি, স্বাধীনভাবে মানবসেবায় নিয়োজিত হোন।

রাজ্যপাল বলেন, মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বতন্ত্রতা এবং স্বেচ্ছা সেবা রেড ক্রস সোসাইটির মূল মন্ত্র। সোসাইটির সকলেই মন্ত্রে দিক্ষিত বলে তিনি মনে করেন। তাই তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, ত্রিপুরায় অনেক দূর্ঘটনা ঘটছে। তাতে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যান। হাসপাতালগুলিতে রক্তের প্রয়োজন হচ্ছে। স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন। রাজ্যপাল বলেন, ইতিবাচক চিন্তা এবং অন্যের জন্য বাঁচার ভাবনা মানব সেবার ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। রেড ক্রস সোসাইটির এই নীতি ভুলে গেলে চলবে না। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরাবাসী রেড ক্রস সোসাইটির দ্বারা উপকৃত হবেন।

নির্বিকার

● প্রথম পাতার পর

করার কথা থাকলেও দেখা নেই দপ্তরের কোন কর্মী কিংবা স্বাস্থ্য কর্মীর। এদিকে, মণিজয় রিয়াংয়ের এক ছেলে দাহরাম রিয়াং (৬) ও মেয়ে নসমিরুং রিয়া (১০) সহ এলাকার বেশ কিছু শিশু জ্বরে আক্রান্ত হলেও দেখা নেই স্বাস্থ্য কর্মীদের। টাকা পয়সার অভাবে তারা মুঙ্গিয়াকামী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসতে পারছে না। বিনা চিকিৎসাতেই পড়ে রয়েছে তারা। তবে ম্যালেরিয়া প্রবন এলাকায় এইভাবে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ঘরে বিনা চিকিৎসায় পরে থাকলে দেখা দিতে পারে বিপত্তি। এখন দেখার দপ্তরগুলি এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত, প্রতি বছর এই মরশুমে পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। অপরিশ্রুত পানীয় জল ব্যবহার করা এবং অপরিচ্ছন্ন থাকার কারণে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও মহিলারা। আর অকালে নিভছে জীবনদীপ।

অভিযুক্ত তৃণমূল

আটের পাতার পর

করেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থানে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী, কুইক রেসপন্স টিম। এরপর তারা ভোটারদের বুথে নিয়ে যায়।

সামাজিক কর্মসূচী

আটের পাতার পর

এদিকে চুরাইবারি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞা আলো তরুণ সংঘের কর্মীরা জানান, উত্তর জেলায় মাত্র দুটি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার রয়েছে তারমধ্যে চুড়াইবাড়ি জ্ঞানোদয় বৌদ্ধ বিহারটি ঐতিহ্যবাহী পুরনো। ১৯৮২ সালে এই বুদ্ধ বিহারটি রেজিস্ট্রেশন পায়।প্রতিবছর কিছু না কিছু ছোটখাটো সামাজিক কর্মযজ্ঞে অংশ নেয় চুরাইবারি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার।কিন্তু এবার চুরাইবাড়ি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞা আলো তরুণ সংঘ নামক একটি সামাজিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে নানা সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।কর্মীর আরো জানান ১৯৮২ সালে চুরাইবারি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার রেজিস্ট্রেশন পেলেও আজ পর্যন্ত কোন সরকারি সাহায্য সহযোগিতা পাননি। বুদ্ধ বিহারের হলঘর থেকে শুরু করে যে রুমে বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে সে ঘরে ও জল পড়ে। যদি সরকার উনাদেরকে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে উনারা চুড়াইবাড়ি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহারটি মন্দির ও হলঘর মেরামতি করতে পারবেন। উল্লেখযোগ্য যে চুরাইবারি এলাকায় ৩০ থেকে ৩২ টি বুদ্ধ সমাজের পরিবার বসবাস করেন। সুতরাং উনারা কালেকশন করে যে টাকা সংগ্রহ করেন তা দিয়ে বুদ্ধের পুজো ছাড়া মন্দির সংস্কারে হয়ে উঠে না। তাই সরকারের সহযোগিতা চাইছেন চুড়াইবাড়ি জ্ঞানোদয় বৌদ্ধ বিহারের সকল কর্মকর্তাগণ।

ভোটকেন্দ্রে

তিনের পাতার পর

গড়িয়ার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১৬১ নম্বর বুথে একটি ইভিএম, সাউথ সিটি কলেজে তিনটি ভিভিপ্যাট অকেজো থাকার খবর সকালেই আসে নির্বাচন কমিশনের কাছে। সূত্রের খবর, যান্ত্রিক বিভ্রাটে অনেক জায়গায় ভোটদাতারা বিক্ষোভ দেখান। অনেকে লাইন ছেড়ে চলে যান।

অফিসারের

তিনের পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম দফায় উত্তর প্রদেশের মহারাজগঞ্জ, গোরক্ষপুর, কুশিনগর, দেউরিয়া, বনসগাঁও, ঘোসি, সালেমপুর, বালিয়া, গাজিপুর, চান্দৌলি, বারাণসী, মির্জাপুর এবং রবার্টসগঞ্জ সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ চলছে।

আবেগাপ্লুত প্রধানমন্ত্রী

তিনের পাতার পর

ভূমিতে আসতে পারছি। এখানে প্রকৃতি, আবহাওয়া এবং পর্যটনই আমার উন্নয়ন মিশন।" কেদারনাথ মন্দির দর্শন শেষে এবার বদ্রীনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

হিমাচল প্রদেশ থেকে ভারতের "প্রথম ভোটার" ভোট দেন

সিমলা, ১৯ মে (হি.স.) : দৃষ্টিশক্তি না থাকা সত্ত্বেও ভারতের প্রথম ভোটার শ্যাম সারান নেগি রবিবার তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। তিনি হিমাচল প্রদেশের কিন্নায়ুর জেলা থেকে ভোটদান করেন।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের আজ, রবিবার শেষ তথা সপ্তম দফা নির্বাচন। হিমাচল প্রদেশের কিন্নায়ুর জেলা থেকে প্রথম ভোটার শ্যাম সারান নেগি তাঁর ভোটদান প্রয়োগ করেন। মান্দি লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের কালপা বুথ থেকে তিনি ভোটদান করেন। তাঁর বয়স ১০২ বছর। নির্বাচনী কর্মীরা তাঁকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। শ্যাম সারান নেগি হিমাচল প্রদেশের কিন্নায়ুর জেলার বাসিন্দা। কিন্নায়ুর জেলা নির্বাচন আধিকারিক গোপাল চাঁদ জানিয়েছেন, শ্যাম সারান নেগি ভারতের প্রথম ভোটার। রাজ্য নির্বাচন ডিপার্টমেন্টের জন্য তাঁর ভোটদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নেগি পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। অফিসিয়াল রেকর্ড-র ভিত্তিতে জানা গিয়েছে, ১৯১৭ সালের ১ জুলাই তাঁর জন্ম।

রোহিঙ্গাদের আটকানো যাচ্ছে না, বিদেশে পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা বাড়ছে

ঢাকা, ১৯ মে(হি.স.) : রোহিঙ্গাদের আটকানো যাচ্ছে না। পুলিশ এবং কোস্ট গার্ড সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় শুক্রবার রাতে ৮৪ জন রোহিঙ্গাকে আটক করেছে। এদের মধ্যে ৬৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ এবং ১৭ জনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। কক্সবাজারের টেকনাফ এবং পেকুয়া থেকে আটক করা হয়। সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করলে গত ছ'মাসে দুশ'’রও বেশি রোহিঙ্গাকে আটক করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। এক সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে ২৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছিল। ক্যাম্প থেকে বিভিন্ন উপায়ে বের হয়ে মালয়েশিয়া যেতে উদগ্রীব রোহিঙ্গারা।

রোহিঙ্গারা যাতে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গায় যেতে না পারে সেজন্য উখিয়া এবং টেকনাফের বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও নানা উপায়ে রোহিঙ্গারা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসছে। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন বলেন, রোহিঙ্গারা নিরাপত্তা বাহিনীর চেকপোস্ট এড়িয়ে পাহাড়-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এলাকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া যেতে রোহিঙ্গাদের আগ্রহকে পুঁজি করছে মানব পাচারকারীরা। তিনি বলেন, তারা এখন স্থানীয় ভাষা শিখে গেছে। পোশাক স্থানীয়দের মতো পরছে। চেকপোস্ট দিয়ে দুই-চারজন যারা আসছে তারা স্পষ্টভাবে বলছে যে ঐ জায়গায় যাব। এটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, মালয়েশিয়া যাবার চেষ্টা কালে বিভিন্ন সময় যেসব রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ নারী। শুক্রবার যে ৮৪ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়েছে তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ৩৮।

উখিয়ায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নারীদের নিয়ে কাজ করেন একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী শিউলি শর্মা। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা নারীদের অনেকেই মালয়েশিয়া গিয়ে বিয়ে করার স্বপ্নে বিভোর। তারা মনে করে যে মালয়েশিয়া যেতে পারলে তাদের ভালো বিয়ে হবে। এ ধারণা থেকেই তাদের অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্র পথে মালয়েশিয়া যেতে আগ্রহী। শিউলি আরও বলেন, রোহিঙ্গা নারীরা মনে করে বিয়েটাই সবকিছু। তারা মনে করে ক্যাম্প থেকে বের হয়ে নিজেদের মতো করে একটা জীবন তৈরি করে নেবে। আর মালয়েশিয়া যেতে উদগ্রীব রোহিঙ্গাদের এমন মানসিকতাকে পুঁজি করছে মানব পাচারকারীরা। স্বাভাবিকভাবে রোহিঙ্গা ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে এখন মানব পাচারকারীদের তৎপরতাও বেড়েছে। তাছাড়া কিছু রোহিঙ্গা আছে যাদের স্বজন মালয়েশিয়া অবস্থান করছে। তারা রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত স্বজনদের মালয়েশিয়া যাবার জন্য যোগাযোগ করে। এক্ষেত্রেও মানব পাচারকারীদের সহায়তা নেওয়া হয়।কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মাসুদ হোসেন বলেন, বিভিন্ন সময় পুলিশ মানব পাচারকারীকের আটক করেছে। শুক্রবার রাতেও পাঁচজন মানবপাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

পাকাবাড়ি তৈরি করতে খোঁড়াছিল ভিত, সকালে সেখানে মিলল বিশাল বিষধর সাপ

ঘাটাল, ১৯ মে(হি.স.) : পাকা বাড়ি তৈরির জন্য ভিত খুঁড়েছিলেন এক ব্যাক্তি । সকালে সেই ভিতে কাজ নামতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ । দেখেন-ভিতের গর্তে জমে থাকা সামান্য জলে ফেঁস ফেঁস করছে এক বিশাল খরিস । রবিবার এটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল- মেদিনীপুর সড়কের ধারে হরিরামপুর ও ডিহিপলসার মাঝে। নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য স্থানীয় বাসিন্দা অরবিন্দ প্রামানিক ভিত খুলে বাড়ির পাশে জমির মধ্যে বড় বড় গর্ত করেছিলেন এক ব্যাক্তি। সেই গর্তগুলির একটিতে ভয়ানক বিষধর সাপ ঘুরতে দেখেন রবিবার সকালে। নির্মাণ কর্মীরা কাজে এলে সাপটির অসহায় অবস্থা দেখেন। অনেক চেষ্টা করেও সাপটি গর্ত থেকে উঠে আসতে পারছে না। স্থানীয়দের পক্ষে সাপটিকে উদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। অগত্যা সাপটিকে মেরে ফেলাই ছিল একমাত্র উপায়। কিন্তু স্থানীয়দের চেষ্টায় খবর যায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায়। সেই সংস্থার পক্ষ থেকে কর্মীরা সাপটিকে উদ্ধার করে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সব থেকে সাপের উপদ্রবের এলাকা হল ঘাটাল । বন্যার সময় বেশিরভাগ এলাকা ডুবে যাওয়ার কারণে সাপ বা এই ধরণের প্রাণীরা গৃহস্থদের উঁচু বাড়িগুলিতে আশ্রয় নিয়ে থাকে । যা থেকে অসাবধানতাবশত বিভিন্ন দুর্ঘটনাগুলি ঘটে থাকে ঘাটালে। এই ঘাটালেই সর্প দংশন থেকে বাঁচতে গ্রামবাসীরে সাপেদের মেরে ফেলে।

তাই গ্রামবাসীদের হাত থেকে সাপদের বাঁচাতে বনদফতর ও বিভিন্ন স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছে । গ্রামবাসীদের সাপ না মেরে কিভাবে বিপদ এড়ানো যায়, এবং তার সুফল কি তা বুঝিয়েছেন সকলেই। যা অনেকটাই কাজে দিয়েছে । গ্রামবাসীরা এবার বিষধর সাপকে দেখেও তাকে না মেরে তুলে দিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে । সাপটিকে উদ্ধার করে সংস্থার কর্মীরা মানুষদের বোঝালেন সাপ দেখলে কি করা উচিত , সাপের কামড় থেকে রক্ষা পেতে কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত । জানালেন- বাড়িতে সাপ দেখলে খবর দিন বনদফতরে। সাপের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওঝার কাছে নয়, চেষ্টা করুন যত শীঘ্র সম্ভব স্থানীয় হাসপাতালে পৌঁছে যেতে।

ঐক্য পরিষদ ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ২৫ মে সারাদেশে বিক্ষোভ দেখাবে

ঢাকা, ১৯ মে(হি.স.) : বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হামলা, হত্যা, জায়গা-জমি দখল, ধর্মান্তরকরণ, মঠ-মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর এবং সামাজিক গণমাধ্যমে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন করার প্রতিবাদে আগামি ২৫ মে সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। রবিবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন-নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। জানানো হয়, রাজধানীতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে।

সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মন্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ, বাসুদেব ধর, নির্মল রোজারিও, মিলন কান্তি দত্ত, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নির্বাচনের পর গত চারমাসে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। এই চার মাসে ২৩ জন নিহত হয়েছেন, হত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১০টি, হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ১৭ জনকে, শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন ১৮৮জন, ৩১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাট হয়েছে, বাড়িঘর ও জায়গাজমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন ১৬২ জন, জবরদখলের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ৩৮টি, দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে ১৭ জনকে, ২৯টি মঠ-মন্দিরে হামলা চালানো হয়েছে, ৯টি মন্দিরে লুটপাট চালানো হয়েছে, ৪৩টি বিগ্রহ ভাঙচুর করা হয়েছে, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ১২টি, যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে ১০টি, ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির পর আত্মহত্যা করেছেন ৩ জন, অপহৃত হয়েছেন ৬ জন। এই চার মাসে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে ১০৪ জনকে। এই সময়ে জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানো হয়েছে একজনকে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার ঘটনা ঘটেছে ৫টি।

ঐক্য পরিষদের বক্তব্যে ২০০৮ সালে তদারকি সরকারের আমলে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ৮০৬টি ঘটনা ঘটেছিল উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেই তুলনায় চলতি বছরে প্রথম চারমাসে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২৫০টি। এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত বলেন, নির্বাচনের পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঐক্য পরিষদের সাংবাদিক সম্মেলনে ২০১৮ সালের সাম্প্রদায়িক ঘটনার চালচিত্র তুলে ধরে বলা হয়েছিল, পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। ২০১৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছিল ১৪৭১টি, ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ১০০৪-এ। ২০১৮ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৬। নির্বাচনের পরে হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি সংখ্যালঘুদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

ঐক্য পরিষদ বলেছে, এই সময়ে পঞ্চগড় কারাগারে মিথ্যা মামলায় আটক রেখে এ্যাড় পলাশ কুমার রায়কে গায়ে আগুন দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি ও মুহম্মদ কামারুজ্জামানকে গুলি করে হত্যার পর কারাগারে হত্যার ঘটনা দ্বিতীয় বার ঘটলো।

ফরিদপুরের সাংবাদিক প্রবীর সিকদার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর পিতা, দুই কাকা, এক মামা ও বৃদ্ধ দাদুকে হারিয়েছিলেন, পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এই হত্যাকান্ড চালিয়েছিল। ২০০১ সালে সংবাদপত্রে ‘সেই রাজাকার’ শিরোনামে তথ্যসমৃদ্ধ ধারাবাহিক প্রতিবেদন লেখায় প্রবীর সিকদারের ওপর বিএনপি-জামায়াতের নির্দেশে হামলা চালানো হয়, যার ফলে তিনি বাঁ পা হারান। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলেও লেখালেখির কারণে তিনি হামলা ও হুমকির সম্মুখিন হচ্ছেন। প্রবীর সিকদারের পরিবার পরিজনকে হুমকির মুখে ফরিদপুর ত্যাগ করতে হয়েছে।

ঐক্য পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত অস্থির পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে মার্চ এই তিন মাসে সংঘর্ষের ঘটনায় ৬ জন প্রাণ হারিয়েছে। শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে ও পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিরসনে ধীরগতির কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ঐক্য পরিষদ লিখিত বক্তব্যে আরও বলেছে, বিভিন্ন সামাজিক গণমাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মহলবিশেষ তীব্র ধর্মীয় বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করছে। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তারা শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সম্পর্কে অহেতুক কটুক্তি, মিথ্যা ও কুরুচিপূর্ণ প্রচারণাই চালাচ্ছে না, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিধর্মী ও কাফের আখ্যা দিয়ে তাদের উপাসনালয়ে হামলা, বিগ্রহ ভাঙচুর এমনকি হত্যা ও দেশছাড়ার হুমকি দিচ্ছে। ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া একাত্তর সালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঐক্য পরিষদের আশঙ্কা, একাত্তরের মতো পরিস্থিতি তৈরি করার ষড়যন্ত্র চলছে।

রান আউট করে বুঝতেই পারলেন না পাকিস্তানের অধিনায়ক সরফরাজ !

নিজস্ব প্রতিবেদন : স্টাম্প আউট করলেন। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারলেন না, ব্যাটসম্যান আউট কি না! ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান টম কুরানকে রান-আউট করলেন পাকিস্তানে অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারলেন না। তাই আম্পায়ারের কাছে আউটের আপিলও করলেন না। ৪৩তম ওভারে টম কারেনকে রান আউট করেছিলেন সরফরাজ। ওই সময় কুরানের আউট কিন্তু ম্যাচের ফল পাল্টে দিতে পারত।নটিংহামে সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে পাকিস্তান করেছিল ৩৪০ রান। তিন বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে নেয় ইংল্যান্ড। টম কারেনের ৩০ বলে ৩১ রান ইংল্যান্ডের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল। সপ্তম উইকেটে স্টোকস-কারেনের ৬১ রানের জুটি ইংল্যান্ডকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল। কারেন আউট হওয়ার পর ১৬ বলে ২২ রান দরকার ছিল ইংল্যান্ডের। হাতে তখনও চার উইকেট। সরফরাজ আপিল করলে মাত্র ৬ রানেই আউট হতে পারতেন কুরান। ম্যাচের ফলও পাল্টে যেতে পারত। সরফরাজ খেয়ালই করলেন না যে তিনি কুরানকে আউট করে ফেলেছেন।৪৩তম ওভারে মহম্মদ হাসনাইনের করা দ্বিতীয় বলটি মিড উইকেটে খেলে রান নিতে গিয়েছিলেন কুরান। নন স্ট্রাইকে থাকা বেন স্টোকস রান নিতে চাননি। কুরানকে ফিরতে হয়। ফিল্ডারের থ্রো স্টাম্পে লাগলেও রান আউট হওয়া থেকে বেঁচে যান কুরান। বল সরাসরি স্টাম্পে লেগে ফাঁকা জায়গায় চলে যায়। এর পরই রান নিতে ছোটেন কুরান। আর তখনই দু-রান নিতে গিয়ে সরফরাজ তাঁকে আউট করেছিলেন। রান-আউটের প্রসঙ্গ ম্যাচ শেষে উঠেছিল। সরফরাজ বলে যান, ""ভেবেছিলাম বেলস দুটি আগেই পড়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম তৃতীয় আম্পায়ার রিপ্লেতে দেখে থাকলে মাঠের আম্পায়ারকে বলবে। আমার আন্দাজ ভুল ছিল।""

বিশ্বকাপের মাঝেই কোপা আমেরিকা কারা বাদ গেলেন ব্রাজিল দল থেকে ?

সামনের মাসেই বিশ্বকাপ। ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে মাতবে বাইশ গজ। আর ব্যাট-বলের মহারণের মাঝেই কিন্তু লাতিন আমেরিকা মজবে তাদের প্রিয় ফুটবল টুর্নামেন্টে। আগামী ১৪ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত ফুটবলের মক্কা ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হবে কোপা আমেরিকা। ৪৬ তম সংস্করণ এবার। ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। বিশ্বকাপের পর ইউরো কাপ আর কোপা নিয়েই ফুটবলবিশ্বে একটা আলাদা উন্মাদনা থাকে। আবার একবার মেসি বনাম নেইমার।আয়োজক দেশ ব্রাজিল তাদের দল ঘোষণা করে দিয়েছে। সেলেকাওরা ২০১৬ সংস্করণে এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গিয়েছিল। তিতের শিষরা চাইবে নবমবারের জন কোপায় নিজেদের নাম লেখাতে। ১৪ জুন ব্রাজিল বলিভিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। আর চারদিন পরেই ভেনেজুয়েলার সঙ্গে খেলবে তারা।আগামী ২২ জুন গ্রুপ পর্যায় তাদের শেষ ম্যাচ। তিতের কোচিংয়ে ব্রাজিল এখনও পর্যন্ত দু''টি ম্যাচ হেরেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের কাছে ২-১ হার। টুর্নামেন্টে ফেভারিট হয়েই নামবে তারা। তিতে কোপার জন্য ২৩ সদস্যের দল বেছে নিয়েছে। কাতার আর হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচ খেলেই কোপায় নামবে তাঁর টিম। এই দলে তিতে রাখেননি রিয়াল মাদ্রিদের বিস্ময় ফুটবলার ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং ওই দলেরই রক্ষণের স্তম্ভ মার্সেলোকে। জায়গা পাননি লিভারপুলের ফাবিনহো। আটজন তারকা ফুটবলারকে বাদ দিয়েই দল বেছে নিয়েছে ব্রাজিল। এই নিয়েই তিতেকে কিছুটা হলেও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে।কোপায় ব্রাজিল দল:গোলকিপার: অ্যালিসন, ক্যাসিও, এডারসনডিফেন্ডার: আলেক্স সান্দ্রো, ড্যানিয়েল আলভেস, এডার মিলিতাও, ফ্যাগনার, ফিলিপ লুইস, মারকুইনহোস, মিরান্ডা, থিয়াগো সিলভামিডফিল্ডার: অ্যালান, আর্থার, ক্যাসেমিরো, ফার্নান্দিনহো, প্যাকুয়েতা, কুটিনহোফরোয়ার্ড: নেরেস, এভার্টন, ফার্মিনো, গাব্রিয়েল জেসাস, নেইমার, রিচারলিসন

২০১৯ বিশ্বকাপের ফেভারিট বাছলেন গম্ভীর

অস্ট্রেলিয়াকেই ২০১৯ বিশ্বকাপ জয়ের দাবিদার মানছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ওপেনার গৌতম গম্ভীর। ভারত ও ইংল্যান্ডকে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফেভারিট বেছেছেন গাউতি। আইপিএলে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের ঝকঝকে ব্যাটিং ও বোলিং প্রদর্শনে ক্যারিবিয়ানদেরও বিশ্বকাপের সেমি ফাইনালে দেখতে পাচ্ছেন গম্ভীর।২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্যের দাবি, ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ফাইনালে নিশ্চিত ভাবেই পৌঁছবে অজিরা। শেষ দুটি সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্যরকম তাগিদ চোখে পড়েছে গৌতম গম্ভীরের। স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার কামব্যাকে পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে বলেই বিশ্বাস করেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার। খেলার প্রতিটি বিভাগেই সামঞ্জস্যপূর্ণ অস্ট্রেলিয়ার, ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যন্ত যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না বলেই দাবি গাউতির।ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে যেকোনো এক দল ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে বলে মনে করেন গৌতম গম্ভীর। তাঁর দাবি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ব্যাট ঠিকঠাক চললে ভারতকে ঠেকানো যে কোনো দলের পক্ষে মুশকিল হতে পারে। বোলিং বিভাগে জসপ্রীত বুমরা টিম ইন্ডিয়ার হয়ে এক্স ফ্যাক্টরের করবে বলে মনে করেন গাউতি। অন্যদিকে, ঘরোয়া পরিবেশে ইন-ফর্ম ইংল্যান্ড ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে বলেই মত গৌতম গম্ভীরের।

বোর্ড কর্তার ভুল পরামর্শে সমস্যায় ইরফান

মহা সমস্যায় ইরফান পাঠান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কোনও এক কর্তার পরামর্শে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন তিনি। সমস্যাটা পাঠানের অবসর নিয়ে। এখনও আন্তর্জাতিক এবং প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি পাঠান। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী, যতক্ষণ না কোনও ক্রিকেটার অবসর নিচ্ছেন, ততক্ষণ বিদেশের কোনও টি২০ লিগে তিনি খেলতে পারবেন না। একটি সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নিজের নাম পাঠানোর আগে পাঠান ভারতীয় বোর্ডের এক সিনিয়র কর্তার পরামর্শ চান। তখন পাঠানকে ওই কর্তা বলেন, যদি সিপিএলে খেলার সুযোগ

শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে আগ্রহী স্টিম্যাক

থাইল্যান্ডের বুরিরামে কিংস কাপে খেলার পরই ভারতীয় সিনিয়র ফুটবল দল অংশ নেবে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে। ৭-১৮ জুলাই আমেদাবাদে অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিপক্ষ এশিয়ার প্রথম সারির দল সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া ও তাজিকিস্তান। কিংস কাপেও প্রথম ম্যাচে ভারত মুখোমুখি হবে শক্তিশালী কুরাসাওয়ের। জিতলে ফাইনালে খেলবে আয়োজক দেশ থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের বিজয়ীর বিরুদ্ধে। তাই জুন ও জুলাইয়ে সুনীলদের পরপর দুটো টুর্নামেন্টে লড়াই যে সহজ নয়, সেটা বলাই বাহুল্য। তার থেকেও বেশি কঠিন ভারতীয় দলের নতুন চিফ কোচ ক্রোয়েশিয়ার ইগর স্টিম্যাকের কাজ। আগের কোচ স্টিফেন দায়িত্ব নিয়ে নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিলেন। স্টিম্যাকের সামনে সে তুলনায় অনেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তাছাড়া কিংস কাপের জন্য দল গোছানো থেকে শুরু করে নিজের কৌশল রপ্ত করানোর জন্য সময় পাবেন ১০ থেকে ১২ দিন। দিল্লিতে জাতীয় শিবির শুরু ২০ দিন। তবে স্টিম্যাক এ নিয়ে এতটুকু ঘাবড়াচ্ছেন না।কারণ ভারতীয় দলের ফুটবলারদের নিয়ে তাঁর হোমওয়ার্ক করা আছে। কোচ হওয়ার ইন্টারভিউ দিতে এসেই সেটা বুঝিয়েছিলেন। তখনই টেকনিক্যাল কমিটির সদস্যদের স্টিম্যাক বলেছিলেন, পুনে সিটিতে খেলা আদিল খানের মতো বড়সড় চেহারার ও লড়াকু একাধিক পজিশনে খেলা ফুটবলার তাঁর দরকার। কথাটা একেবারে ঠিক, আদিল রক্ষণ ও মাঝমাঠে সমান সাবলীল।কিংস কাপের জন্য ডাক পাওয়া ৩৭ ফুটবলারের মধ্যে আদিল আছেন। এর পাশাপাশি স্টিম্যাক টেকনিক্যাল কমিটি ও ফেডারেশন কর্তাদের বলেই দিয়েছেন, তিনি ভারতীয় দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। কোনওরকম দুর্বল প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে খেলার নেতিবাচক মনোভাব নেই। লড়তে হবে বেশি শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে।তবে ভারতীয় দলের খেলার মান বাড়বে। ঘরের মাঠে খেলে জেতার থেকে অনেক বেশি কৃতিত্বের হবে বাইরের মাঠে জয়। এটা বুঝেই ভারতের সেরা ফুটবলার সুনীলের প্রতিক্রিয়া, ইগর স্টিম্যাক ভারতীয় ফুটবলারদের সম্পর্কে বেশ ভালরকম খোঁজখবর নিয়েই আসছেন। তাই উনি প্রত্যেকের ক্ষমতা জানেন। ভারতীয় দলে নবীন থেকে অভিজ্ঞ সকলেই প্রচণ্ড পরিশ্রমী। মাঠে নেমে প্রতিনিয়ত সেরা দেওয়াটা ফুটবলারদের কর্তব্য।

ফিটনেস বজায় রাখতে অভিনব উদ্যোগ ভারতীয় দলের জার্সিতে জুড়ছে জিপিএস

ছুটির মেজাজে বিশ্বকাপের ''প্রস্তুতি'' শুরু ভারতীয় ক্রিকেটারদের। রোহিত শর্মা সস্ত্রীক মালদ্বীপে ছুটি কাটাচ্ছেন। যুজবেন্দ্র চাহাল গোয়ায়। মহেন্দ্র সিং ধোনি সপরিবারে দেশের কোথাও একটা ঘুরছেন। কোহলি তো আছেনই। এমন কেন? জানা গিয়েছে, টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশ, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে নাও। তরতাজা হয়ে বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ থেকেই নামতে হবে।এমনও শোনা যাচ্ছে যে, সদ্য আইপিএল শেষ হয়েছে বলে টিমের ইয়ো ইয়ো টেস্টও নাকি হবে না। মানে ১৫ জনের কাউকেই ফিটনেস পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে না। কেন? তার জন্যেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উত্তর তৈরি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, ''এক সপ্তাহও হয়নি আইপিএল শেষ হয়েছে। দেড় মাসের উপর ক্রিকেটাররা চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত ছিল। সেই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার আট-দশ দিনের মধ্যে ইয়ো-ইয়ো টেস্ট নেওয়ার মানে হয় না। তা ছাড়াও পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেওয়ার পর এই টেস্ট করা যায়। যেখানে মূলত ক্রিকেটারদের কার্যক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া হয়। লম্বা ছুটির পর বা মরশুমের শুরুতে এটা কার্যকরী। অথচ এক্ষেত্রে আইপিএল ক্রিকেটারদের সব কিছু নিংড়ে নিয়েছে। সেই কথা মাথায় রেখে ইয়ো-ইয়ো টেস্টকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না।''পাশাপাশি অবশ্য ভারতীয় ক্রিকেট দলের ফিটনেস সংক্রান্ত একটা যুগান্তকারী ব্যাপার আমদানি করছে ভারতীয় বোর্ড। কোহলি-ধোনিদের জার্সিতে জুড়ছে নতুন প্রযুক্তি-জিপিএস। বিশ্বের নামি-দামী ফুটবল ক্লাবগুলো এই অত্যাধুনিক ফিটনেস প্রযুক্তি ব্যবহার করে। প্লেয়ার-লোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামক এই প্রযুক্তি এর আগে কোনও ক্রিকেট দল ব্যবহার করেনি। ক্রিকেটে ভারতীয় দলই প্রথম এই প্রযুক্তির ব্যবহার করবে। বিশ্বকাপে ভারতীয় ক্রিকেটারদের জার্সিতে হাই রেজুলেশন চিপ বসানো থাকবে। জিপিএসের সাহায্যে প্লেয়ারদের শারীরিক চালচলন নির্ণয় করা হবে। বোঝা যাবে কোন ক্রিকেটার মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ফেলেছেন। তখনই তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। যে সংস্থার থেকে এই প্রযুক্তি ব্যবস্থা কিনেছে বিসিসিআই, তারা ব্রাজিল, জার্মানি, ইংল্যান্ড, পর্তুগালের মতো ফুটবল দলগুলোকে এই প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করে।

বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ ! বিদায়ী ম্যাচে গোল করলেন রবেন-রিবেরি

শেষ দিনে এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ৫-১ গোলে হারিয়ে টানা সপ্তমবার বুন্দেশলিগায় চ্যাম্পিয়ন হল বায়ার্ন মিউনিখ। এই নিয়ে রেকর্ড ২৯ বার জার্মানির ঘরোয়া লিগে চ্যাম্পিয়ন হল তারা। সেই সঙ্গে বায়ার্নের জার্সিতে বিদায়ী ম্যাচে গোল করে স্মরণীয় করে রাখলেন আর্জেন রবেন এবং ফ্রাঙ্ক রিবেরি।গত সপ্তাহে লাইপজিগের মাঠে জিতলেই বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেত বায়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু গোলশূন্য ড্র করায় প্রায় এক যুগ পর শেষ দিনে গড়ায় বুন্দেশলিগার খেতাবি লড়াই। আলিয়াঞ্জ এরিনায় শনিবার এইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে ৪মিনিটেই কিংসলে কোমানের গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সেবেস্তিয়ান হালের গোলে সমতায় ফেরে ফ্রাঙ্কফুর্ট। ৩ মিনিট পরেই দাভিদ আলাবার গোলে ফের এগিয়ে যায় বায়ার্ন মিউনিখ। ৫ মিনিট পরেই রেনাতো স্যাঞ্চেজের গোলে স্কোরলাইন ৩-১ হয়। ৭২ মিনিটে ফ্রাঙ্ক রিবেরি এবং ৭৮ মিনিটে আর্জেন রবেনের গোল ফ্রাঙ্কফুর্ট কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দেন।৩৪ ম্যাচ শেষে ৭৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করল চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখ। বুন্দেশলিগায় রানার্স হল বরুশিয়া ডর্টমুন্ড। জার্মানির ঘরোয়া লিগে এই নিয়ে রেকর্ড ২৯ বার খেতাব জিতল বায়ার্ন। সেই সঙ্গে হ্যাপি এন্ডিং রবেন এবং রিবেরির। ৯৯ তম বুন্দেশলিগা গোল করে বায়ার্নকে বিদায় জানালেন ডাচ তারকা। একই দিনে বারো বছর কাটিয়ে বায়ার্নকে বিদায় জানালেন ফরাসি তারকা ফ্রাঙ্ক রিবেরিও। বিদায়ী ম্যাচে বায়র্ন জার্সিতে দুজনেই গোল করলেন।

২০২৩ বিশ্বকাপ যদি ধোনি খেলে তাহলে আমিও খেলবো -এবি ডি ভিলিয়ার্স

দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান এবি ডি ভিলিয়ার্স। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন ২০১৮ সালে। এবারের বিশ্বকাপেও খেলার ইচ্ছে ছিলো তার। তিনি জানান, ২০২৩ বিশ্বকাপ যদি ধোনি খেলে তাহলে আমিও খেলবো। আমার তখন বয়স হবে ৩৯ বছর।ইউটিউবে একটি সাক্ষাতার দিতে গিয়ে ডিভিলিয়ার্স এই কথা জানান। তিনি জানান, অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে অবসর নিতে বাধ্য হই। আমার সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে, আমি যখন খুশি খেলি, আবার যখন খুশি নিজেকে গুটিয়ে নিই। এই ধরনের সমালোচনা ভাল লাগছিল না। ২০১৯ বিশ্বকাপও আমার খেলার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু আবারও একই সমালোচনা শুরু হবে ভেবে আর এগোইনি।

ইতালিয়ান কাপ চ্যাম্পিয়ন লাৎসিও

শেষদিকের দুই গোলে আতালান্তাকে হারিয়ে সপ্তমবারের মতো ইতালিয়ান কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাৎসিও।বুধবার ফাইনালে ২-০ গোলে জয় পায় দলটি। বদলি মিডফিল্ডার সের্গেই মিলিনকোভিচ-সাভিচ দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হোয়াকিন কোররেয়া।৮২তম মিনিটে কর্নার থেকে হেডে গোল করেন মিলিনকোভিচ-সাভিচ। আট মিনিট পর একক চেষ্টায় দলের জয় নিশ্চিত করেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার কোররেয়া।২০১৩ সালের পর এই প্রথম প্রতিযোগিতার শিরোপা ঘরে তুলল লাৎসিও। এই জয়ে আগামী মৌসুমে ইউরোপা লিগ নিশ্চিত করেছে ক্লাবটি।প্রতিযোগিতায় গত চারবারের শিরোপা জিতেছিল ইউভেন্তুস।

বিদেশের টি২০ লিগে খেলতে চান, দেশের জার্সিতে অবসরের কথা ভাবছেন যুবরাজ

নয়াদিল্লি: আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে দেশের জার্সিতে দেওয়ার মত আর অবশিষ্ট নেই কিছু। তাই আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে যবনিকা টানার কথা ভাবছেন সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান যুবরাজ সিং। তবে ক্রিকেটকে এখনই বিদায় জানাচ্ছেন না তিনি। বৈদেশিক টি২০ লিগে পসার জমাতে চান এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। তাই বিসিসিয়াইয়ের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় যুবরাজ।বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে,

''দেশের জার্সি গায়ে আর খেলতে ইচ্ছুক নন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন যুবরাজ। এ নিয়ে খুব শীঘ্রই বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি। বোর্ডের অনুমতি পেলেই কানাডার জিটি২০, আয়ারল্যান্ডের ইউরো টি২০ স্ল্যাম এবং নেদারল্যান্ডের টি২০ টুর্নামেন্টে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। এই সমস্ত লিগগুলিতে খেলার জন্য অফারও রয়েছে যুবরাজের কাছে।''সম্প্রতি ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগে খেলার জন্য ড্রাফটে নিজের নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন ইরফান পাঠান। অনুমোদন পেলে তিনিই হবেন প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার, যিনি বিদেশের কোনও টি২০ লিগে খেলার ছাড়পত্র পাবেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর না নিলেও যেহেতু বোর্ডের রেজিস্টার ক্রিকেটার হিসেবে পাঠানের নাম নেই, সেক্ষেত্রে বোর্ডের নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট জোগাড় করতে হবে জুনিয়র পাঠানকে। কিন্তু যুবরাজের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু আলাদা।জাতীয় দলের রেজিস্টার টি২০ ক্রিকেটার তিনি। তাই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও জাতীয় দলের একজন সক্রিয় ক্রিকেটার হিসেবেই রয়ে যাবেন যুবরাজ। অর্থাতবোর্ডের এক আধিকারিকের কথায়, যুবরাজের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী খতিয়ে দেখতে হবে।সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজির তাঁকে দলে নিলেও খুব বেশি খেলা বা পারফর্ম করে দেখানোর সুযোগ পাননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কার মালিক। এরপরই ভবিষ্যতপরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন ২০১১ বিশ্বকাপের ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট। বিদেশের লিগগুলোতে খেলার জন্য তাই বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই তাঁর।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে জায়গা পেলেন পোলার্ড ও ব্রাভো

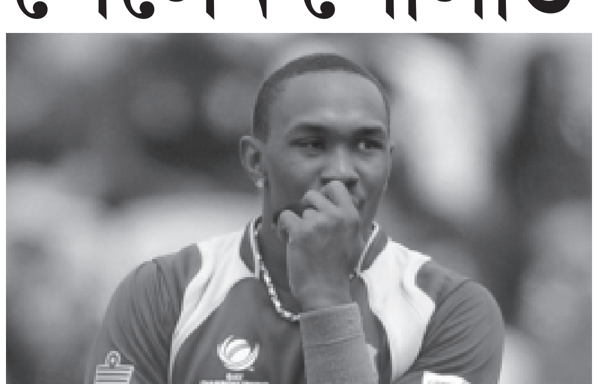

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে ঠাঁই পেলেন দুই অভিজ্ঞ ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার কায়রন পোলার্ড ও ডোয়েন ব্রাভো। তবে প্রাথমিক দলে নয়, সেদেশের রিজার্ভ দলে জায়গা পেলেন ওই দুই তারকা।কিছুদিন আগেই পনেরো জনের দল ঘোষণা করেছিল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড। যদিও সেই দলে জায়গা হয়নি কায়রন পোলার্ডের। তবে অবশেষে অতিরিক্ত হিসেবে হলেও বিশ্বকাপ দলে ডাক পেলেন তিনি। তবে ২০১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার পরেও দলে নেওয়া হয়েছে ডোয়েন ব্রাভোকে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান দলের তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্যই রিজার্ভ দলে নেওয়া হয়েছে এই অলরাউন্ডারকে। এরা ছাড়াও আরও আটজন খেলোয়াড়কে রিজার্ভ দলে নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা।এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান রবার্ট হায়েন্স জানান, ''এই সকল খেলোয়াড়কে তাদের পারফরম্যান্সের জন্য দলে নেওয়া হয়েছে। আমাদের দলে যথেষ্ট ভারসাম্য আছে এবং আমাদের রিজার্ভ বেঞ্চও খুব শক্তিশালী। এই বিশ্বকাপে ভালো খেলার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।''রিজার্ভ দল:সুনীল অ্যাম্ব্রিস, ডোয়েন ব্রাভো, জন ক্যাম্পবেল, জোনাথন কার্টার, রোস্টন চেজ, শেন ডাউরিচ, কিমো পল, খারি পিয়েরে, রেমন রেইফিল্ড, কাইরন পোলার্ড১৫ জনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল:জেসন হোল্ডার (অধিনায়ক), ফাবিয়ান অ্যালান, কার্লোস ব্রাথওয়েট, ড্যারেন ব্রাভো, শেল্ডন কট্রেল, শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, ক্রিস গেইল, সিমরন হেটমায়ার, সাই হোপ (উইকেটকিপার), এভিন লুইস, অ্যাশলে নার্স, নিকোলাস পুরান, কেমার রোচ, আন্দ্রে রাসেল, ওসমানে থমাস

স্টার্লিংয়ের হ্যাটট্রিকে এফএ কাপ জয় ! ''ট্রেবল'' জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি; জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

লিগ কাপ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পর এবার এফএ কাপও জিতে নিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শনিবার ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে এফএ কাপের ফাইনালে রহিম স্টার্লিংয়ের হ্যাটট্রিকে ওয়াটফোর্ডকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল ম্যান সিটি। ইংলিশ ফুটবলে প্রথম ক্লাব হিসেবে এক মরশুমে তিনটি খেতাব জয়ের নজির গড়ল পেপ গুয়ার্দিয়ালার দল।

ম্যাচের ২৬ মিনিটে দাভিদ সিলভার গোলে এগিয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। ৩৮ মিনিটে গোছানো এক আক্রমণে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রহিম স্টার্লিং। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের কেভিন ডি ব্রুইনের গোলে স্কোরলাইন ৩-০ হয়। ৭ মিনিট পরেই গ্যাব্রিয়েল জেসাসের গোলে জয় একপ্রকার নিশ্চিত করেই ফেলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আর খেলা শেষের মিনিট দশেকের মধ্যেই হ্যাটট্রিক পূর্ণ করলেন রহিম স্টার্লিং। ৮১ এবং ৮৭ মিনিটে গোল দুটি করেন তিনি। ১৯৫৩ সালের পর এফএ কাপের ফাইনালে কোনও ফুটবলার হ্যাটট্রিক করলেন। এই নিয়ে ষষ্ঠ বার এফএ কাপ জিতল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। শেষবার ২০১০-১১ মরশুমে এফএ কাপ জিতেছিল তারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে স্বপ্নভঙ্গ হলেও এই মরশুমে ''ট্রেবল'' জিতেই মাঠ ছাড়ল পেপ গুয়ার্দিয়ালার ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

রবিবার নিম্ন আদালতের নবনির্মিত ভবনের পরিদর্শন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের মুখ্যবিচারপতি সঞ্জয় কারোল। ছবি- নিজস্ব।

উন্নত চিন্তা নিয়ে সমাজকল্যাণে কাজকরতে শ্রমিকদেরআহ্বান জানালেনমানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। উন্নত চিন্তা চেতনা ও মানসিকতা নিয়ে সমাজকল্যানে কাজ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। রবিবার সিআইটিইউ অফিসে ত্রিপুরা মোটর, শ্রমিক ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কাস ইউনিয়নের আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বামপন্থী সংগঠন গুলি রক্তদান সহ নানা সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসার চেষ্টা করলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় তা অনেকক্ষেত্রেই বাধাপ্রপ্ত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা অটো রিক্সা ওয়ার্কাস ইউনিয়ন রবিবার সিট্যু রাজ্য কার্যালয়ে সংগঠিত করল রক্তদান শিবির। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যারা স্টিয়ারিং ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে তারাও পদের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা সমাজের সামনে তলে ধরতেই এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে শামিল হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর সিট্যু অন্তর্ভক্ত এই সংগঠন এই প্রথম রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। তাতে ব্যাপক সাড়াও মিলেছে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সিট্যুর রাজ্য সভাপতি, রাজ্য সম্পাদক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মানিক সরকার বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও জনকল্যানে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে হবে। শুধু রক্তদান শিবির হন, একই সঙ্গে মরনোত্তর চক্ষুদান ও মরনোত্তর দেহ দান শিবির সংগঠিত করার জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রমিক শ্রেণী যদি শুধু নিজেদের শোষণমূক্ত করার চিন্তা ভাবনা করে আন্দোলন সংগঠিত করে তা হলে সেই আন্দোলন পরিপূর্নতা লাভ করবে না। সমাজের সব অংশের মানুষকে শোষণ, নির্যাতন, অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করতে আন্দোলন করতে হবে। শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষ যারা তাদেরকে শোষন মুক্ত করতে সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, এই সংগ্রাম শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের সংগ্রাম। এই লড়াই ভোটের লড়াই নয়। সে কারণেই শ্রমিক শ্রেণিকে উন্নত মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। রক্তদান শিবিকরে কেন্দ্র করে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের সামাজিক কাজ কর্মে সংগঠন উদ্যোগ নিচ্ছে বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

ন্যায় বিচারের জন্য সন্তানকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ভাটি অভয়নগরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূ জুয়েনা বেগম সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ন্যায় বিচারের জন্য দ্বারদ্বারে ঘুরছেন। স্বামী সুরাপ মিঞা সন্তান সহ স্ত্রীকে বড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মামলাও চলেছে। অবশ্য স্বামী দাবি করেছে স্ত্রীর সঙ্গে নাকি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, মাসে তিন হাজার টাকা করে ভরনপোষনও দিচ্ছে সুরাপ মিঞা। কিন্তু স্ত্রী তা অস্বীকার করেছে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে না জানিয়েই সুরাপ মিঞা লুকোচুরি করে বিয়ে করে ফেলেছে বলেও দাবি করেছে প্রতারিত স্ত্রী জুয়েনা বেগম। খবর পেয়ে জুয়েনা বেগম সুরাপ মিঞার বাড়িতে গিয়ে নতুন বউকে দেখে। এনিয়েই পরিস্থিতি জটিল আকার ধারন করে। জুয়েনা বেগমকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে জুয়েনা মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেছে এবং সুবিচার চেয়েছে। অপর দিকে, সুরাপ মিঞা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথা অস্বীকার করেছে। উপরন্ত সে জানায়, ৪ বছর ধরে স্ত্রীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। বিবাহ বিচ্ছেদও হয়ে গেছে। মাসে তিন হাজার টাকা খরপোষও দিচ্ছে।

অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ ঘিরে ভাটি অভয় নগর এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে । পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। জুয়েনা বেগম জানায়, তার সঙ্গে কোন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। সে সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায়। স্থানীয় কিছু লোকজন তার স্বামীকে বিপথে পরিচালিত করে তার ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতে চাইছে বলে অভিযোগ এনেছে প্রতারিত গৃহবধূ।

ভোট সপ্তমীতে নজির বিহীন ভাবে ইভিএম মেসিন খারাপ

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স.): রাজ্যের ভোট উতবের সপ্তমীতে নজির বিহীন ভাবে ইভিএম মেসিন খারাপ হবার ঘটনা ঘটল কলকাতায়। ৬ দফা ভোট হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে । সব দফাতেই একটা-আধটা বুথে ইভিএম বিকল হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পনেরো মিনিট, আধ ঘণ্টার মধ্যে তা বদলে ভোট শুরুও হয়েছে। কিন্তু সপ্তম দফায় ইভিএম খারাপ যেন ছোঁয়াচে রোগে পরিণত হয়েছে। সন্দেশখালি থেকে ভাঙড়, জয়নগর থেকে দমদম। বুথের পর বুথে ভোট যন্ত্র বিকল হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এদিন। ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে ভোটারদের।

সকালেই বেহালার ১১৯ নম্বর বুথে ইভিএম খারাপ হয়ে যায়। অনেক ভোট দাতাই ভোট দিতে এসে ফিরে যান। গড়িয়ার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ১৬১ নম্বর বুথে ইভিএম খারাপ হয়ে যায়। ইভিএম খারাপ হয় পানিহাটির ২১৩ নম্বর বুথে। কলকাতার সিটি কলেজে ৩ টি ভিভিপ্যাট মেসিন অকেজো হয়ে পরে। দমদম লোকসভা কেন্দ্রের খড়দায় বেশ কয়েকটি বুথে ইভিএম খারাপ হওয়ায় ভোট শুরু হতে দেরী হয়। কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুথে ইভিএম খারাপ হয়। ইভিএম বিকল হয়ে যায় দমদমের কুমার আশুতোষ স্কুলের বুথেও।

শুধু তো বিকল নয়, তা বদলে ভোট চালু করতেও বেশ কিছু জায়গায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লেগেছে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ। কিন্তু কেন এমন ঘটনা তার উত্তর না মিললেও, তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, প্রায় সব দলের নেতারাই প্রশ্ন তুলেছেন এই ঘটনা নিয়ে। সবারই একই কথা, এতে সবচেয়ে বেশি নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ ভোটারদের।

কমিশনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলছে রাজনৈতিক দলগুলো। তাঁদের বক্তব্য, মেশিন বিকল হতেই পারে। কিন্তু তা বদলাতে কমিশনের যেন ঘুমই ভাঙছে না। কোথাও দেড়ঘণ্টা, কোথাও দু'ঘণ্টা পর্যন্ত ভোট বন্ধ থেকেছে। সোনারপুরের একটি বুথে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত ভোট চালু করা যায়নি। ফলে বহু ভোটার দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ঘরমুখো হাঁটা দিয়েছেন। ভোটারদের বক্তব্য, এই গরমে এ ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

কমিশনের তরফে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী অফিসার সঞ্জয় বসু বলেছেন, কিছু ভোটযন্ত্র বিকল হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্বিঘ্নেই চলছে ভোট। ভোটযন্ত্র বিকল হওয়ার ঘটনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে। কিন্তু যেখানে যেখানে যতক্ষণ ভোট বন্ধ হয়েছে সেখানে কি ততটা বাড়তি সময় ভোটগ্রহণ হবে ? কমিশন সূত্রে খবর, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যাঁরা লাইনে দাঁড়াবেন তাঁদেরই ভোট গ্রহণ করা হবে।

বেলগাছিয়ায় ২ টি বুথে ভোট লুঠ সহ সিপিএম এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ

কলকাতা, ১৯ মে (হি.স) : সপ্তম দফার ভোট শুরু হতেই বিভিন্ন বুথের বিরোধী দলের এজেন্টদের মারধরের অভিযোগ উঠল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেঊ বেলগাছিয়ায় ২৪৯ ও ২৫০ নম্বর বুথ থেকে সিপিএম এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এমনকি রাস্তায় বের করে তাদের মারধরও করা হয়ঊ একই সঙ্গে এখানে ভোট লুঠেরও অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধেঊ এদিন খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা উত্তর সিপিএম প্রার্থী কনিনীকা বোস (ঘোষ)। বেলেঘাটার লোহাপুলে বিজেপির এজেন্টদের বুথ থেকে মেরে বের করে দেওয়ায় অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধেগ্ন এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট লুঠের অভিযোগ তোলেন কনীনিকা দেবী। তিনি বলেন, বেলগাছিযায় তাদের এজেন্টকে মেরে তার কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র কেড়ে নেয় দুস্কৃতীরাঊ এমনকি বামেদের কোনও এজেন্টকেই বুথে বসতে দেওয়া হচ্ছে না। তার কথায়, সকাল থেকেই নিজে দাড়িয়ে থেকে এজেন্টদের বুথে ঢোকাচ্ছি আর বের করছি । এমনকি তার দাবি গতকাল রাত থেকেই এই পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। কোনও নিরাপত্তাও নেই সাধারণ লোকের। এর কোনও ব্যবস্থা নেই।

রবিবার প্রয়াত স্বপন সেনগুপ্তের মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

নির্মিয়মান নতুন ভবন পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। নির্মিয়মান নতুন ভবন পরিদর্শন করলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ৩১ মার্চের মধ্যে ভবনটির নির্মান কাজ সম্পন্ন হবে বলে রাজ্য সরকার সুপ্রীমকোর্টকে জানিয়েছেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হয়নি। আগামী ৩১ মের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। ৩১ মের মধ্যেই নতুন ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সফরকালে এই তথ্য জানানো হয়।

ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুর পাশে ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সদর উত্তরের মোহনপুর এলাকার ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত সাড়ে তিন বছরের শিশু কন্যা মৌটুসী দাসের পাশে দাঁড়ালো স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন। তাকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কুড়ি হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। মানবিক আবেদন সাড়া দিয়ে সমাজদরদী ব্যক্তি ও অন্যান্য সংগঠন গুলিকে মৌটুসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এসোসিয়েশন।

সেবদলের আলোচনা শিবির মনপাথরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। বিলোনিয়া জেলা কংগ্রেসের সেবাদল ইউনিটের পক্ষ থেকে রবিবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর বাজার সেডে একদিনের এক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিরজিৎ সিনহা, গোপাল চন্দ্র রায়, সুশান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। শিবিরে বিভিন্ন সাংগঠনিক দিক ও ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়।

ভোটগ্রহণ চলাকালীন ইসলামপুরে বোমাবাজি, অভিযুক্ত তৃণমূল

ইসলামপুর, ১৯ মে (হি.স.):ইসলামপুরে মাদারিপুর জুনিয়র হাইস্কুলে ভোটগ্রহণ চলাকালীন সেই এলাকাতেই বোমাবাজি ঊ বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঘটনায় জড়িত রয়েছে।বিজেপির অভিযোগ সকাল থেকেই ভোটারদের বুথে আসার পথে আটকানো হচ্ছিল। আর তারপরেই বোমাবাজির ঘটনায় ঘটায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ঊ বোমাবাজির ঘটনায় একজন সাংবাদিক জখম হয়েছেন।অভিযোগ, বোমাবাজির প্রতিবাদে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ ছয়ের পাতায় দেখুন

তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পূজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব, প্রার্থনা করলেন সকলের সুখ-সমৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মে।। সপরিবারে তিরুপতি বালাজি মন্দিরে পূজা দিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। আজ বালাজি মন্দিরে পূজা দিয়ে ত্রিপুরা এবং দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি।

বিপ্লব দেব বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম বালাজি মন্দিরে এসেছি। এসে পূজা দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তিনি বলেন, বালাজির কাছে প্রার্থনা করেছি, ত্রিপুরার সমস্ত জনগণ যেন ভালোভাবে সুখে-শান্তিতে থাকেন। তাঁরা সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সকলে।

পাশাপাশি, ত্রিপুরাকে কম সময়ের মধ্যে এক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সবাই মিলে একসাথে যাতে কাজ করতে পারি তার জন্যও প্রার্থনা করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর জীবন ভালোভাবে কাটুক, সুন্দরভাবে কাটুক, পাশাপাশি সমস্ত ভারতবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যও প্রার্থনা করেছি। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশও এগিয়ে যাক আর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হয়ে উঠুক, এই স্বপ্ন পূরণ হোক, সেই কামনা করেছি। তিনি জানিয়েছেন, বালাজি মন্দিরে পূজা দিতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, ছেলে ও কন্যা।

কদমতলায় নববধূর রহস্যজনক মৃত্যু, খোঁজ নিতে গেলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ মে।। গত বৃহস্পতিবার রহস্যজনকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক নববধূর মৃত্যুর পর মৃতা নববধূর বাবার বাড়িতে সরজমিন পরিদর্শনে গেলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কালা গাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া সাদিকা সুবানির বাবার বাড়ি গিয়ে মা-বাবা ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন বর্ণালী গোস্বামী। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী সামনে মৃতা নববধূর মা বাবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমন কি সবিস্তারে মেয়ের স্বামী ও শাশুড়ির অত্যাচারের কথা খুলে বলেন। উনারা বলেন ডিসেম্বর মাসের ১৮ তারিখ অর্থাৎ ৬ মাস পূর্বে উনাদের মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় কোন পানা দেনার কথা না বললেও পরবর্তীকালে মেয়ের শাশুড়ি কাঠের আসবাবপত্র দাবি করেন। আর তা নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা হয় মেয়ে ও তার স্বামীর মধ্যে।এমনকি তাদের মেয়ের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত স্বামী ও শাশুড়ি। কিন্তু পরিস্থিতি যে এতটা গড়িয়ে যাবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি সাদিকা সুবনির মা বাবা। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া নববধূর মা-বাবার অভিযোগ স্বামী ও শাশুড়ি মিলে তাদের মেয়ের গায়ে এসিড ঢেলে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করেছেন।রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী তার মা বাবা সহ এলাকাবাসীর বক্তব্য দীর্ঘ সময় ধরে শুনেন। সকলের বক্তব্য শুনে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান, ঘটনাটি শুধু নিন্দা জনক নয় এটা ধিক্কারজনক। রাজ্য মহিলা কমিশন এর তীব্র নিন্দা ও কঠোর ভাষায় দীক্ষার জানায়।পাশাপাশি এর সুষ্ঠু বিচারের আবেদন জানায় রাজ্য মহিলা কমিশন।মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী আরো জানান,এটি স্বাভাবিক মৃত্যু নয় কারণ বিয়ের ছয় মাসের মাথায় কোন ফুটফুটে নববধূ বিনা কারণে আত্মহত্যা করতে পারে না। তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।সেটা উদঘাটন নিশ্চয়ই হবে এবং রাজ্য মহিলা কমিশন সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে যাবে। পাশাপাশি উনি আরো বলেন দোষীদের কঠোর শাস্তি অনিবার্য হবেই।মাননীয় আদালত ঝ কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাটি সুষ্ঠুভাবে দেখবেন বলে উনি আশা ব্যক্ত করেন। উনি আরো বলেন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া নববধূ সাদিকা সুবানির মা বাবার সাথে আলোচনা করে উনি জানতে পেরেছেন,মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে কাঠের আসবাবপত্র দেবার জন্য দাবি করেছিল।

পাশাপাশি তিনি একটি বার্তা রাজ্য বাসীর উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন, কোন কম বয়সী মেয়ে অথবা ছেলেকে যেন তার অভিভাবকগণ বিয়ে না দিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজের পায়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিয়ে হল আনন্দের একটি অনুষ্ঠান, যেনো কোন মা বাবার কোল খালি হয়ে নিরানন্দ নিয়ে না আসে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী কালাগাঙ্গের পারের মৃতার বাবার বাড়ি থেকে ইচ্ছাই লালছরার স্বামীর বাড়িতেও যান।

সেখানে গিয়েও মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সাথে আলোচনা করেন। উল্লেখযোগ্য যে,এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল কদমতলী থানাধীন ইছাই লালছড়া এলাকায়।ছয় মাস পূর্বে কদমতলা থানাধীন ইছাই লালছড়ার বাসিন্দা যুবেল হোসেন ইসলামিক শাস্ত্রমতে কদমতলা থানাধীনের কালা গাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের সাদিকা সুবানির সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের কিছু দিন ঠিকঠাক চললেও তারপর থেকে শুরু হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও মানসিক নির্যাতন। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সাদিকা সুবানির স্বামীর ঘর থেকে তার বাবার বাড়িতে খবর যায় যে, উনাদের মেয়ে গায়ে আগুন দিয়েছে। তড়িঘড়ি সাদিকার বাবার বাড়ি আত্মীয় পরিজনরা স্বামীর বাড়িতে এসে স্বামীর বাড়ির লোকজন সহ প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাদিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বহি রাজ্যে রেফার করেন।

তারপর সাদিকার স্বামীর বাড়ির ও বাবার বাড়ির লোকজন মিলে অসমের মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সাদিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তার আত্মীয় পরিজনদের বলেন তার শরীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর রেফার করেন চিকিৎসক।

আত্মীয় পরিজনরা অগ্নিদগ্ধ সাদীররাকে নিয়ে শিলচরের উদ্দেশে রওনা দিলে মাঝপথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নববধূ সাদিকা। তারপর সাদিকার মৃতদেহটি তার বাপের বাড়ির লোকজন কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। অপরদিকে সাদিকার বাবার বাড়ির লোকজন কদমতলা থানায় সাদিকার স্বামী যুবেল হোসেন ও শাশুড়ির নামে একটি মামলা দায়ের করেন।

বৈশাখী পুর্ণিমা উপলক্ষে চুড়াইবাড়িতে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৯ মে।। বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে চুরাইবাড়ি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞা আলো তরুণ সংঘের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি। মূলত বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে উত্তর জেলার ঐতিহ্যবাহী চুড়াইবাড়ি বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞা আলো তরুণ সংঘের উদ্যোগে চুড়াইবাড়ি জ্ঞানোদয় বৌদ্ধ বিহারে নানা সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ।উনাদের সামাজিক কর্মযজ্ঞে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ধর্মনগরের কল্পনা সেবাশ্রমের কর্মীরা। বুদ্ধ পূর্ণিমা তিথিতে প্রথমে বিশ্বশান্তি কল্পে রেলি ও পতাকা উত্তোলন,তারপর রকমারি ফল-মূল দিয়ে ২৮ বুদ্ধের পুজো হয় ।পাশাপাশি চুড়াইবাড়ি এলাকার দায়ক-দায়িকা সহ সকল স্তরের জনগণের জন্য অন্য ভোগের আয়োজন করা হয়। রাজ্য ও বহি রাজ্য থেকে অনেক ভিক্ষুরা চুরাইবারি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহারে আসেন। তাছাড়া প্রায় ৫০ জন দায়ক-দায়িকারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী সহ উত্তর জেলার স্বাস্থ্য অধিকর্তা জগদীশ নমঃ উপস্থিত থেকে সকল রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। এমনকি ভিক্ষুরা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। পাশাপাশি চুরাইবারি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞা আলো তরুণ সংঘের উদ্যোগে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। চুরাইবারি জ্ঞানোদয় বুদ্ধ বিহার চত্বর লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।